যাকাত ব্যবস্থাপনায় পথশিশুদের পুনর্বাসনে ইসলামের দিক-নির্দেশনা

মুহাম্মদ হামিদুর রহমান*

সারসংক্ষেপ:

যাকাত ইসলামের তৃতীয় ফরজ বিধান। সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় স্বচ্ছল মুসলমানদের উপর এ আর্থিক ইবাদত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইসলাম যে সমাজ ব্যবস্থা উপস্থাপন করেছে তাতে কোন ধরণের বৈষম্যের স্থান নেই। মানবতার সেবা ও কল্যাণ সাধনই ইসলামের শ্বাশ্বত লক্ষ্য। মহানবী সা. যাকাত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অসহায়-দরিদ্র-অভাবগ্রস্তদের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।

পথশিশুরা সমাজের সবচেয়ে নিষ্পিষ্ট, ভাগ্য বিড়ম্বিত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বনিআদম। তারা ইয়াতিম, অভিভাবকহীন ও দুর্দশাগ্রস্ত। বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্নভাবে তাদেরকে যাকাত দিলে হবে না। তাদের প্রয়োজন সকল নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসন। আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ'র দৃষ্টিকোণে প্রতিভাত হয় যে এসব বিপন্ন-নিগৃহীত অবুঝ শিশুরাই ইসলামের ফরজ বিধান যাকাতের সবচেয়ে বড় হকদার; যাকাতের ৪টি খাত যথা ফকীর, মিসকীন, গা-রেমীন ও ইবনুস সাবীল এর অনুকূলে তারা যাকাতের অর্থে লালিতপালিত হওয়ার উপযুক্ত। সুতরাং যাকাত ব্যবস্থাপনায় গৃহহীন পথে-প্রান্তরে ভাসমান শিশুদের পুনর্বাসন ও উন্নয়ন সাধন করাই ইসলামের অন্যতম দায়বোধ–শ্রেষ্ঠকর্ম সাব্যস্ত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে গবেষক যাকাত ব্যবস্থাপনায় পথশিশুদের পুনর্বাসনে ইসলামের দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে সম্যক আলোকপাত করতে প্রয়াস পাবেন।

মূলশব্দঃ ইসলাম, যাকাত, পথশিশু, পুনর্বাসন ও ব্যবস্থাপনা।

ভূমিকা

যাকাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। মুসলিম ধনীদের বাধ্যতামূলক ইবাদত। ন্যায়-ইনসাফপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার রক্ষাকবচ যাকাত। মহানবী সা. দয়া-সহানুভূতি, পারস্পরিক নিরাপত্তা ও ভ্রাতৃত্ববোধের যে শিক্ষা দিয়েছেন যাকাত তার নিয়ামকশক্তি। যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা কায়িমের ফলে মহানবী ও খোলাফায়ে রাশেদার আমলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইসলামে যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদেরকে কাফির এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যাকাত প্রদান না করলে ইহ-পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির হুঁশিয়ারি রয়েছে। আল-কুরআনে সালাতের পাশাপাশি সমমানের ফরজ হিসেবে যাকাতের গুরুত্ব সর্বাধিক আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন,وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ "তোমরা সালাত কায়িম করো এবং যাকাত দাও।"১ মহানবী সা. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর সরকারিভাবে যাকাত উসুল করে আল-কুরআনের আলোকে বন্টন করেছেন। দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আর্ত-মানবতার কল্যাণে ইসলামের গঠনমূলক বিধান যাকাতই নিরন্ন মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ সাপেক্ষে সমাজের ধনী-নির্ধন দেয়াল ভেঙ্গে দিতে পারে।

আমাদের সমাজের নৈতিক অবক্ষয় ও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে নাগরিক জীবনে সৃষ্ট অভিভাবকহীন মানবসন্তানের নাম পথশিশু। দুর্নীতির করাল গ্রাস ও আইনের শাসনের ব্যত্যয় এদের বেঁচে থাকার অধিকার ভূলুণ্ঠিত করেছে। এইসব ছন্নছাড়া শিশুদেরও প্রতিভা আছে কিন্তু এ প্রতিভার পরিচর্যা নেই। পরিবার থেকে ছিটকে পড়ায় এরা ভাসমান।

ইসলাম শান্তি, সাম্য, মৈত্রী ও মানবতার ধর্ম । যেহেতু শৈশবই যে কারো গড়ে ওঠার শ্রেষ্ঠ সময় তাই এসময় কোন মানবশিশুকে অনাদরে, অবহেলায় ও অপরিচর্যায় বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেওয়া ইসলামের গর্হিত অন্যায় কাজ। মহানবী সা. শিশুদের ভালবাসতেন। তাদেরকে মায়া-মমতা ও আদর-যত্নে প্রতিপালন করতেন। তাদের আব্দার-

* *সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট, কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং পিএইচডি ফেলো, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর। ই-মেইলঃ raihanazadctg1980@gmail.com.*

১. আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা-৪৩; আল-কুরআনে নামাজের পরে যাকাতের কথা বার বার বলা হয়েছে। দ্রষ্টব্যঃ সূরা আল বাকারা-৮৩, ১১০ ও ২৭৭,সূরা আন নিসা-৭৭ ও ১৬২,সূরা আন-নূর-৫৬,সূরা আল আহযাব-৩৩,সূরা আল মুয্যাম্মিল-২০ আয়াত।

অভিযোগ শুনতেন। তিনি অবুঝ শিশুর অধিকার রক্ষায় নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পথশিশুরা সবদিক দিয়ে অসহায়। তারা ফকির-মিসকিন শিশু। যাকাতের প্রকৃত হকদারদের মধ্যে তারা এক ও দুই নম্বরে রয়েছে। তবে তাদের হাতে হাতে যাকাতের অর্থ তুলে দেয়া সমীচীন হবে না; তারা অভিভাবকহীন, নিরীহ ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তাদের জন্য প্রয়োজন টেকসই আবাসনসহ পুর্ণাঙ্গ পুনর্বাসন। যাকাত ব্যবস্থাপনায় আধুনিক পরিবেশে পুনর্বাসনের মধ্যদিয়ে তাদের অভাব-অনটন মোচন করে স্বাভাবিক শিশুর বিকাশ সাধন করা সম্ভব হলে যাকাতের লক্ষ্য অর্জনের পাশাপাশি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বও পালিত হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে আলিম-ওলামাসহ ছাহিবে নিসাবগণের মুখ্য ভূমিকা পালন করা সময়ের দাবি বিবেচিত হয়।

যাকাতের শাব্দিক অর্থ

যাকাত ইসলামের অন্যতম বিধান–অর্থনৈতিক ইবাদাত। আরবি শব্দ (**زكوة**) যাকাতের অর্থ পবিত্রতা, আধিক্য, ক্রমবৃদ্ধি প্রভৃতি। (**زكوة**) শব্দটি এসেছে **زكاء** থেকে, যার অর্থ করা হয়েছে **طهارة, صلاح**।[২] আরবিতে যখন কোন বস্তু তার মূল অবস্থা হতে প্রবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন বলা হয়- **زكاء الشئ**

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আবদুর রহীম রহ. বলেন, "যাকাত শব্দের আসল অর্থ হচ্ছে প্রবৃদ্ধি (Growth), প্রবৃদ্ধি লাভ (Increase), প্রবৃদ্ধির কারণ (To cause to grow) ইত্যাদি যা আল্লাহ প্রদত্ত বারাকাহ (Blessing) থেকে অর্জিত হয়।[৩]

আল্লামা আবুল হাসান রহ. বলেন, যাকাতের অর্থ والطهارة والنماء والبركة المدح পবিত্রতা, বৃদ্ধি, বরকত ও প্রশংসা।"[৪]

আল্লামা জুরযানী বলেন-الزكاة فى اللغة الزيادة অর্থাৎ যাকাতের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত।[৫]

আল্লামা শাওকানী বলেন,

الزكاة مأخوذة من الزكاء وهو النماء- زكا الشيئ اذا نما وزاد رجل زكا أي زائد الخير- وسمى جزء منى المال زكوة أى زيادة مع أنه نقص منه لأنها تكثر بر كته بذلك أو تكثر أجر صاحبه-

"যাকাত শব্দটি মূল زَكَاء এর অর্থ প্রবৃদ্ধি, বর্ধিত হওয়া। কোন জিনিস বৃদ্ধি পেলে এই শব্দ বলা হয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া। খুব বেশী কল্যাণময় হলে তা زكا বলা হয়। আর ধন সম্পদের একটা অংশ বের করে দিলে তাকে যাকাত বা প্রবৃদ্ধি পাওয়া বলা হয় অথচ তাতে কমে। তা বলা হয় এ জন্য যে যাকাত দিলে তাতে বরকত বেড়ে যায় বা যাকাত দাতা অধিক সওয়াবের অধিকারী হয়।"[৬]

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী ইবনুল 'আরবী এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, "যাকাত শব্দটি আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক দান,ব্যয় নির্বাহ (النفقة),অধিকার (الحق), ক্ষমা (العفو) ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়।"৭

---

২ . Dr. Rohi Balbaki, *Al-Mawrid*,(Beirut: Dar el-ilm Lilmalayin, 2005) 607

৩. মাওলানা আবদুর রহীম, *যাকাত*, (ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ২০১০) ১৪

৪.আবুল হাসান আহমদ, *মুখতাসারুল কুদূরী* (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, ১৯৮৮) ০২

৫.আল্লামা জুরজানী, *আত-তা'রীফাত* (করাচী: কাদিমী কুতুবখানা, তা.বি) ৮৩

৬. আল্লামা শাওকানী, *তাফসীর ফতহুল কাদীর, ১ম খন্ড* (করাচী: আল-মাকতাবাতুল হাবীবিয়্যাহ, তা.বি) ৬২

৭. ইবনে হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী শরহে সহীহ আল বুখারী* (কায়রো: দার আল-মাতবা'আ আল-সালাফিয়্যা, ১৩৭১ হি.) ৬২

পবিত্র আল কুরআনে যাকাতের সমার্থক আরেকটি শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। তা হলো ‘ صدقة’। উদাহরণ স্বরূপ: “ خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ” তাদের সম্পদ হতে তুমি ‘সাদকা’ গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে”।৮

বিভিন্ন হাদীসেও এ শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। صـدقশব্দমূল হতে উৎকলিত এ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সত্য। সত্যবাদীকে বলা হয় “صادق”। প্রকৃত ও অকৃত্রিম বন্ধুকে বলা হয় صديق। মূলত যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে স্বোপার্জিত সম্পদের কিয়দাংশ নি:স্ব-অভাবগ্রস্তদের জন্য ব্যয় করল সে যেন এ কথারই প্রমাণ দিল যে সে পরকালের প্রতি বিশ্বাসী এবং তার এ সম্পদ মূলত আল্লাহরই একটি অনুগ্রহ।

ইসলামী শরী‘আতের পরিভাষায় যাকাত

ফিকাহবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ যাকাতের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। তন্মধ্যে এখানে কয়েকটি তুলে ধরা হলো:

১. হাম্বলী মাহাবের বিশিষ্ট আলিম ও ফকীহ আল-বুহুতী (১০০০-১০৫১) বলেন,

الزكاة هي: حَقٌّ يَجِبُ فِي مَالٍ خَاصٍّ، لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ، فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ

“ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সম্পদে নির্ধারিত অধিকার হলো যাকাত। ” ৯

২. মালিকী মাযহাবের অন্যতম ইমাম ইবনে আরাফা (১৩১৬-১৪০১) বলেন,

"إخراج جزء *من المال شرط وجوبه* لمستحقه بلوغ *المال* نصاباً"

“সমুদয় সম্পদ নিসাব পরিমাণ হলে সম্পদের যে অংশটুকু বের করে এর হকদারকে প্রদান করা আবশ্যক হয় তাকে যাকাত বলে।” ১০

৩. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (১২৬৩-১৩২৮খৃ.) বলেন, “যাকাত আল্লাহ নির্দেশিত অংশ ধন-মাল থেকে হকদারদের দিয়ে দেয়া, যাতে মন-আত্মা পবিত্র হয় এবং ধন-মাল পরিচ্ছন্ন হয় ও বৃদ্ধি পায়।”১১

৪. ইসলামী অর্থনীতিবিদ ড. এম উমর চাপরা *‘ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ’* গ্রন্থে *বলেন,* পারিভাষিক অর্থে যাকাত হচ্ছে

> “একজন মুসলমানের মোট আয় বা কৃষি উৎপাদন যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার অংশ বিশেষ প্রদান করা তার জন্য আর্থিকভাবে বাধ্যতামূলক এবং অপরিহার্য ধর্মীয় কর্তব্য। এটা হচ্ছে ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম এবং এর মধ্য দিয়ে সমাজকে পরিশুদ্ধ করার, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বিত্তবানদের সম্পদ পবিত্রকরণের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃঢ় প্রতিফলন ঘটায়। যাকাতের মাধ্যমে আল্লাহর রিজিকের প্রতি ব্যক্তির কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং তাঁর রহমতও কামনা করা হয়, যার ফলশ্রুতিতে সকলের কল্যাণ এবং সম্পদ বৃদ্ধির কারণ ঘটে।”১২

৫. অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এম. এ হামিদ এর মতে, ব্যবহারিক অর্থে “ যে কোনো প্রকারের বহন বা স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে (নিসাব) পৌঁছালে তার ওপর দেয় সম্পদকে যাকাত বলে।”১৩

৮.আল-কুরআন: সূরা আত-তাওবাহ- ১০৩

৯. মানছুর ইবনে ইউনুস আল বুহুতী আল হাম্বলী, *শারহে মুনতাহা আল ইরাদাত*, (বৈরুত: আলম আল কুতুব, ১৯৯৩) ৩৮৭

১০. শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহমান আল হাত্তাব আল মালিকী, *মাওয়াহিব আল জালিল ফী মুখতাসার খালিক*,(বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪১২হি.) ২৫৫

১১. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, *মজমুয়ায়ে ফতওয়া, ২য় খন্ড,* (রিয়াদ: মাকতাবাতুন নূর, ২০০৪) ৮

১২. ড. এম উমর চাপর, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ,* অনু. ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট,২০০০), ২৫৪

১৩.এম.এ. হামিদ, *ইসলামী অর্থনীতি*, (রাজশাহী; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯) ২২২

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে যাকাত হচ্ছে কোন সম্পদশালীর সম্পদের ঐ অংশ বিশেষ, যা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত হকদারগণকে প্রদান করা তার জন্য অবশ্যম্ভাবী করা হয়েছে। অনুরূপ যাকাত বলতে ঐ নির্দিষ্ট অংশকে পৃথক করে চিহ্নিত কর্তৃপক্ষের কাছে আদায় করাও বুঝায়। যাকাত হচ্ছে ছাহেবে নিসাবের ধন-সম্পদ ইসলামী শরীয়াত নির্ধারিত পন্থায় অবশ্যই পরিশোধযোগ্য সেই অংশকেই বুঝায়, যা আল্লাহ পাকের রেজামন্দি হাছিলের জন্য নির্ধারিত আটটি খাতে ব্যয় করা হয়।

৩.০ যাকাত ব্যবস্থাপনা

ব্যবস্থাপনা বাংলা শব্দ, একে ইংরেজিতে Management বলা হয়। ইংরেজি Manage শব্দটি ইতালিয়ান শব্দ, Maneggiare থেকে এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে ঘোড়াকে পরিচালনা করা। Maneggiare শব্দটি দুটি ল্যাটিন শব্দের সমন্বয়। এ শব্দ দুটি হল Manus (hand) এবং agree (to act)।

আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানের পথিকৃৎ হেনরি ফয়েল (১৮৪১-১৯২৫) এর মতে,To manage is to forecast and to plan, to organise, to command, to co-ordinate and to control."ব্যবস্থাপনা হচ্ছে পূর্বানুমান, পরিকল্পনা,সংগঠন, নির্দেশনা, সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণের সমষ্টি"[১৪]। জর্জ আর. টেরি (১৯০৯-১৯৭৯) এর মতে, Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, performed to determine and accomplish the objectives by the use of people and resources. "ব্যবস্থাপনা হচ্ছে পরিকল্পনা, সংগঠন, উৎসাহিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণের একটি প্রক্রিয়া যা মানুষ ও অন্যান্য সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও লক্ষ্য অর্জন করে"[১৫]। রু (১৯৩৫-২০২৪) ও বায়ার্স (১৯২৮-২০২০) এর মতে, 'অন্যদের দ্বারা কাজ করিয়ে নেয়াই ব্যবস্থাপনা (Management is getting things done by others).[১৬]

অতএব আমরা বলতে পারি, ব্যবস্থাপনা হল সেই প্রক্রিয়া, যা ৫টি ফাংশন (planning, organizing, Staffing, leading, controlling) এর মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠানের যে লক্ষ্যগুলো থাকে,তা অর্জন করা। প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত উপকরণাদির মধ্যে মানুষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষই বাকী উপকরণগুলোর ব্যবহারকারী। এ প্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা বলতে মানুষকে পরিচালনা করাও বুঝায়। তাই Management শব্দটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় অর্থাৎ Manage + Man + Tactfully = Management.

উপরের সংজ্ঞাসমূহ পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয় যে, ব্যবস্থাপনা হচ্ছে পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশনা, সমন্বয় ও প্রেষণার সমষ্টি যা কোন প্রতিষ্ঠানের পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দক্ষতার সঙ্গে অর্জনের নিমিত্তে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং যাকাত ব্যবস্থাপনা হচ্ছে যাকাত বন্টনের পরিকল্পনা,সংগঠন, নেতৃত্ব-নির্দেশনা, প্রেষণা ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার সমষ্টি।

পথশিশুদের জীবনচিত্র

---

[14] . Fayol, Henry, *General and Industrial Management,* (London, Sir Isaae Pitmanand Sons, 2012) 04

[15] . Mezentseva, Bezpartochnyi & Marchenko, Olha, Maksym &Valentina, *Fundametals of management for Enterprises (*Canada, VUZF Publishing House, 2020) 08

[16] . www.pathagar.com/article/detail/71 Access : Feb. 12, 2021

পথশিশু হচ্ছে পথের শিশু, এরা ভাসমান ও ছিন্নমূল শ্রেণি বিশেষ। তাদের পরিচয় ফুটে ওঠেছে একজন সমাজকর্মীর বক্তব্যে,

> "এসব শিশু পিতৃ কিংবা মাতৃহীন, মা তালাকপ্রাপ্তা কিংবা বাবা দূরারোগ্যগ্রস্ত, মাদকাসক্ত কিংবা মা-বাবা সংসার চালাতে ব্যর্থ। ফলে এসব শিশুরা ঘরের বাইরে চলে এসে বসবাস করতে বাধ্য হয়। এসব শিশুরা জীবন সংগ্রামে নেমে বিভিন্ন কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ে। ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়াও এরা আবর্জনা সংগ্রহ, ফুল বিক্রি, হকারি, মাদক বহন, বিড়ি ও ঝালাই শ্রমিক হিসেবে কাজ করে থাকে।"[১৭]

পথশিশুদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন সাংবাদিক মো: আল-মামুন,

> "পথশিশুদের একদিকে অভাবের তাড়না অন্যদিকে অভিভাবকহীন জীবন। এই সুযোগে তারা জড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন ধরনের অপরাধে, জড়িয়ে পড়ছে নেশার জগতে। রাস্তার পাশে গ্লুটার গাম বা আটা দিয়ে প্রকাশ্যে ডেন্ডি নামের নেশায় আসক্ত তারা। ক্ষতিকারক ডেন্ডি এক ভয়ঙ্কর নেশা। তৃণমূল অসহায় পথশিশুরা ছোট নেশার জগৎ থেকে হয়ে উঠছে নেশার জগতের মাফিয়া। করছে অপরাধ, গড়ে তুলছে কিশোর গ্যাং। পথশিশু থেকে ডেন্ডিখোর তারপর কিশোর গ্যাং এরপর হয়ে ওঠে অন্ধকার জগতের রাজা। কখনও মাদক, কখনও অস্ত্র হাতে তুলতে দেখা যায় তাদের। যে বয়সে তাদের হাতে থাকার কথা বই-খাতা, থাকার কথা পরিবারের বন্ধনে, সে বয়সে কেউ কেউ কাঁধে তুলে নিচ্ছে প্লাস্টিকের বস্তা আবার কেউবা হাতে তুলে নিচ্ছে অস্ত্র। সমাজের আর ১০টা সাধারণ শিশুর মতো তাদের জীবন নয়।"[১৮]

আর্থ-সামাজিক নানান টানাপোড়েনে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এই শিশুদের পরিচয় সৃষ্টি হয় 'পথশিশু' হিসেবে। পথশিশুদের জীবন অত্যন্ত দূর্বিষহ ও গ্লানিকর। তাদের মত দুর্গত জনগোষ্ঠী সমাজে আর চোখে পড়ে না। গবেষক আজহার মাহমুদ দৈনিক পত্রিকায় তার লেখায় পথশিশু নিয়ে গবেষণার তথ্য প্রকাশ করেছেন,

> "পথশিশুদের ৮২ শতাংশই নানা ধরনের পেটের অসুখে আক্রান্ত। এই অসুখের পেছনে যে অস্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ দায়ী, তা বলাই বাহুল্য। পাশাপাশি নোংরা পরিবেশে থাকার কারণে এদের মধ্যে চর্মরোগের হারও অনেক বেশি, চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় ভাসমান এই শিশুদের ৬১ শতাংশই কোনো না কোনো চর্মরোগে আক্রান্ত। পথশিশুদের মধ্যে নানা ধরনের সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ার হারও তুলনামূলক বেশি।"[১৯]

পথশিশু নিয়ে অনেকে অনেকভাবে কাজ করছে। সাধারণত দেশী-বিদেশী এনজিওরা এদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে কার্যক্রম পরিচালনা করে। তেমনি পথশিশুদের নিয়ে কাজ করা 'লোকাল এডুকেশন অ্যান্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট' নামের একটি এনজিওর তথ্য প্রকাশ করেছেন সাংবাদিক মো: আল মামুন,

> "পথশিশুদের কেউ কেউ মাদকাসক্ত হয়ে রাস্তায়ই মারা যায়। কেউ কেউ বিভিন্ন চক্রের মাধ্যমে পাচার হয়ে যায়। যারা পাচারের শিকার হয়, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি হয়। নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয় তারা। যারা মেয়ে, তারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। কোনো কোনো গ্যাং তাদের যৌনকর্মী হতে বাধ্য করে। এ ছাড়াও অপরাধীচক্রগুলো এদের মাদকসহ নানা অবৈধ ব্যবসায় কাজে লাগায়। এরা আসলে অপরাধী নয়। এরা অপরাধের শিকার হয়।" [২০]

[১৭]. খোরশেদ আলম, "পিছিয়ে পড়া শিশু: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ", *দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ*,অক্টোবর ১৭, ২০১৬, পৃ. ৬

[১৮]. মো. আল-মামুন , "সঠিক পরিচর্যায় পথশিশুরাও হবে দেশের সম্পদ",*সময়ের আলো*, জানুয়ারি ৬, ২০২২, পৃ. ৬

[১৯]. আজহার মাহমুদ,"পথশিশুরা আর কতদিন পথে থাকবে", *দৈনিক ইনকিলাব*, নভেম্বর ৩০, ২০১৯, পৃ. ১২

[২০]. মামুন, "সঠিক পরিচর্যায় পথশিশুরাও হবে দেশের সম্পদ", পৃ. ৬

একদল আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য গবেষক 'Life Style and Risk Behavior of Street Children in Bangladesh: A Health Perspective' শিরোনামে গবেষণাকার্য পরিচালনা করেন। তাদের গবেষণাটি ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক '**Health**' জার্নালে প্রকাশিত হয়। এতে তাদের প্রবন্ধের সূচনায় পথশিশু সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়। এখানে তার কিয়দংশ উপস্থাপিত হলো ঃ

> "According to United Nation's (UN) estimation, there remain about 150 million street children worldwide. More than half of them are exposed to the worst forms of child labor such as slavery, physical torture, trafficking and prostitution. Extensive criminal networks make substantial profits by engaging children in commercial sex work, smuggling, stealing, and the distribution of drugs and weapons. The existence of street children can be found in almost every part of the world and the majority of them reside in the urban areas of developing countries. In recent years, the problem has been becoming much worse due to economic problems, political changes, social unrest and degradation of values, family separations and conflicts, natural disasters and the epidemic spread of diseases."
>
> "জাতিসংঘের ধারণা মতে, বিশ্বব্যাপী প্রায় ১৫০ মিলিয়ন পথশিশু রয়েছে । তাদের অর্ধেকেরও বেশি শিশু শ্রমের সবচেয়ে নিম্ন রূপ যেমনঃ দাসত্ব, শারীরিক নির্যাতন, পাচার এবং পতিতাবৃত্তির মুখোমুখি হয়। বিস্তৃত অপরাধীচক্র শিশুদের বাণিজ্যিক যৌনকর্ম, চোরাচালান, চুরি এবং মাদক ও অস্ত্র বিতরণে জড়িত করে যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করে। পথশিশুদের অস্তিত্ব বিশ্বের প্রায় সব জায়গায় পাওয়া যায় এবং তাদের অধিকাংশই উন্নয়নশীল দেশের শহুরে এলাকায় বসবাস করে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, অর্থনৈতিক সমস্যা, রাজনৈতিক পরিবর্তন, সামাজিক অস্থিরতা এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়, পারিবারিক বিচ্ছেদ ও দ্বন্দ্ব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রোগের মহামারী বিস্তারের কারণে সমস্যাটি আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে।"[২১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাজমুল করিম স্টাডি সেন্টার থেকে প্রকাশিত 'সমাজবিজ্ঞান পত্রিকা' নামক গবেষণা জার্নালের একটি প্রবন্ধে পথশিশু তথা ভাসমান শিশুর পরিচয় উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে ঃ

"জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থার ২০১১ সালের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৮ বছরের নিচে যেসব শিশু রাস্তায় দিনাতিপাত করে, রাস্তায় কাজ করে, রাস্তায় ঘুমায়, যাদের নির্দিষ্ট কোন আবাসস্থল নেই। প্রতিদিনের জীবনযাপন রাস্তাকে কেন্দ্র করে, তারাই ভাসমান শিশু।"[২২]

রাজধানী ঢাকার কমলাপুর এবং চট্টগ্রামের বটতলী রেলস্টেশন এলাকায় গবেষকের সরেজমিন পর্যবেক্ষণে পথশিশুদের যে জীবনচিত্র পাওয়া যায় তা হচ্ছে-

পথশিশুদের প্রত্যেকের জীবনে রয়েছে করুণ কাহিনী। ৬ জন পথশিশু; ওদের নাম রবিউল,মারুফ, ফেরদৌস, আসিফ, সালাহ উদ্দীন ও আরাফাত। তাদের কারো বাবা নেই, কারো মা নেই– ঘরে সৎ মা, কারো বাবা-মা দুজনেই আছে কিন্তু তারা অভাব-অনটনে সন্তানের দেখভাল করতে পারে না, কারো বাবা অসুস্থ, মা ঝিয়ের কাজ করে। কারো আবার একসিডেন্টে অঙ্গহানি ঘটেছে। তাদের জীবনচিত্র অত্যন্ত দুর্বিষহ–মর্মন্তুদ। খোলাকাশের নীচে,ব্রিজের নীচে, মার্কেট,পার্ক, বাস ও দোকানের সামনে তারা কর্দমাক্ত পরিবেশে থাকে। রাত দিন কাজ করে তারা সর্বোচ্চ ৩০ থেকে ৪০ টাকা আয়

---

[২১]. www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=75283 Acc. Date: 2 Sept. 2023 .

[২২]. খন্দকার হাফিজুর ররহমান ও আ ক ম জামাল উদ্দীন, "ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা", *সমাজবিজ্ঞান পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১২/১, (২০২১) : ১৫০

করে। এ টাকা দিয়ে রাস্তার ধারের ভ্রাম্যমান খাবারের দোকান থেকে খাবার কিনে খায়। আয় না হলে উপোস কাটিয়ে দেয়। এজন্য কখনো কখনো তারা গ্যাস্ট্রিক, ডায়রিয়া, চর্মরোগ, ঠান্ডা লাগা, জ্বর, জন্ডিসসহ নানা রোগে আক্রান্ত হয়। অসুস্থ হলে চিকিৎসার সুযোগ পায় না। তাদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে কতিপয় এনজিও'র উন্মুক্ত পাঠশালায় আসা-যাওয়া করে। সেখানে সামান্য নাস্তা-পানি পায় কিন্তু আবার খিদের তাগিদে ছুটে আসে রাস্তায়। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো মৌলিক অধিকারহারা অভিভাবকহীন এসব শিশু নানান অপকর্ম ও অরুচিকর কাজে জড়িয়ে পড়ে,যা ধীরে ধীরে তাদের সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয় আর তারা বেপরোয়া–অভিশপ্ত জীবনে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। [২৩]

পথশিশুরা অপুষ্টিতে ভোগে। জীর্ণ-শীর্ণ কায়ক্লান্ত থাকে। এরা সর্বস্বহারা তবু কমই ভিক্ষা করে। এদের অনেকে যত্রতত্র ছেঁড়া-ফাটা, ময়লাযুক্ত জমা পরে টোকাইয়ের কাজ করে। বর্জ্যের স্তুপে কাগজ-প্লাস্টিক, ভাঙ্গা লোহা ও বিক্রয়যোগ্য যে কোন জিনিসপত্র খোঁজাখুঁজি করে। কখনো কখনো তারা উচ্ছিষ্ট, নষ্ট, পুরনো ও পতিত জিনিসপত্রের সন্ধানে বাসা-বাড়ির বাউন্ডারি অতিক্রম করতেও দ্বিধাবোধ করে না। ফলে এরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিরক্তির উদ্রেক করে। কেউ কেউ চুরি-ছিনতাই কর্মের হাতেখড়িও নেয়। এরা সাধারণত খণ্ড খণ্ড দলে বিভক্ত থাকে। তাদের মাঝে গ্যাং তৈরী করে, যদিও এতে নিয়ম-শৃঙ্খলার কোন বালাই নেই। চুরি বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য কখনো কখনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে তাদের নিগৃহের শিকার হতে হয়। ভবঘুরে-যাযাবর-বেদুঈনের আধুনিক প্রকরণ বলা যায় পথশিশু তবে সহায়-সম্বল ও পারিবারিক বন্ধনের দিক দিয়ে এরা তারও নীচে অবস্থান করছে। এরা শিশু হওয়ায় অনেক বেশি দিকভ্রান্ত,কপর্দকশূণ্য। অধিকারহারা হতে হতে সমাজের হতদরিদ্র এ শিশুরা নিদারুণ মানবেতর জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারা কপালে যেমন আছে তেমনভাবে চলতে আর দ্বিধাবোধ করে না।

যাকাত ব্যবস্থাপনায় পথশিশুদের পুনর্বাসনে ইসলামের দিক-নির্দেশনা

মানবজীবনের সকল সমস্যার মূলেই রয়েছে অভাব-অনটন। দরিদ্রতা মানুষকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। মানবিক মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে দেয়। পূর্বোক্ত আলোচনায় পথশিশুদের পরিচয় ও জীবনচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। পথশিশুরা অর্থাভাবে তাদের জীবনের অনিবার্য দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য সুন্দর ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন গড়ে তোলতে পারে না। কোথাও থেকে তাদের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হলে সমাজের মূল স্রোতে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। অথচ আমাদের দেশে বর্তমানে এ রকম বিপদাপন্ন, ছিন্নমূল, ঠাঁই-ঠিকানাহীন অবুঝ শিশু-কিশোরদেরকে যাকাত ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হচ্ছে না। যাকাতের অর্থের কোন সুফল তাদের দোরগোড়ায় পৌছছে না। যাকাতদাতাগণ তাদের ভাগ্যোন্নয়নে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। তাই পথশিশুমুক্ত নগরী গড়ার লক্ষ্যে মুসলিম ধনী সম্প্রদায় যাকাতদাতাগণকে গভীরভাবে ভাবতে হবে।

পুনর্বাসন অর্থ নতুন স্থানে পুনরায় প্রতিষ্ঠাকরণ। সুতরাং পথশিশুর পুনর্বাসনের অর্থ দাঁড়ায় বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন-বিপন্ন অবস্থা থেকে পথশিশুদের সংগ্রহপূর্বক প্রকৃত জীবন যাপনের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করা। যাকাতের অর্থে পথশিশুদেরকে অন্য দশটি শিশুর মতো বেড়ে উঠার সুযোগ দেয়া যায়। তাদের সুকুমার বৃত্তির বিকাশের জন্য সুন্দর আবাসন, অন্ন-বস্ত্র ও শিক্ষার সুব্যবস্থা করা সম্ভব। পথশিশুরা যে দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে তার থেকে তাদেরকে পুনরুদ্ধারপূর্বক হৃত পারিবারিক সুযোগ-সুবিধা পুন:প্রতিষ্ঠাকরণের মধ্যদিয়ে বসবাসের সুন্দর পরিবেশ সুনিশ্চিত করে

---

২৩. গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গবেষক বিগত ২২ জুন ২০২৩ ইং তারিখ সন্ধ্যা ৭টায় ঢাকার কমলাপুর এবং বিগত ২৫ জুলাই ২০২৩ ইং তারিখ দুপুর ১২ টায় চট্টগ্রামের বটতলী রেলস্টেশনের আশেপাশে থাকা পথশিশু ও স্থানীয় লোকজনদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের সাথে দীর্ঘ কথোপকথন ও একসাথে অবস্থানের মধ্যদিয়ে In depth Interview পদ্ধতি অনুসরণ করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও জীবনচিত্র সংগ্রহ করেন।

দেয়াই পথশিশু পুনর্বাসনের প্রকৃত দাবি। যাকাতের অর্থে পথশিশুর পুনর্বাসনে ইসলামের দিক-নির্দেশনা উপস্থাপন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ; এটি নগর ভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচনে একটি ইতিবাচক ও গঠনমূলক উদ্যোগ বিবেচিত হয়। তাই তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্যে ইসলামের তৃতীয় ফরজ ইবাদত যাকাতের অর্থে পথশিশুর পুনর্বাসনে একটি বাস্তবসম্মত হুকম উপস্থাপন সময়োপযোগী কর্ম হয়ে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে যাকাতের অর্থে পথশিশুর পুনর্বাসন প্রক্রিয়া একটি জাতীয় উন্নয়ন-বান্ধব পদক্ষেপও বটে। এখানে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা শেষে সে দিক- নির্দেশনা উপস্থাপন করা হলোঃ

১. যাকাতের অন্তত ৪টি খাতে পথশিশুর বর্ণনা

আল কুরআনে যাকাত প্রদানের ৮টি খাতের উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাত আদায়ের খাত সম্পর্কে আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم.

"সাদকা (যাকাত) তো কেবল নি:স্ব ও অভাবগ্রস্ত তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য,দাসমুক্তির জন্য,ঋণভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও পথিকের জন্য। ইহা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"।[২৪]
উপরোক্ত আয়াতে কারীমায় ফকীর-দরিদ্র, মিসকীন-নিঃস্ব, ঋণগ্রস্ত ও পথিক তথা ভাসমান মানুষ অন্ততপক্ষে এ চার শ্রেণীর আওতাভূক্ত পর্যায়ে পথশিশুরা যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত কিন্তু আজ অজ্ঞাতসারে তাদেরকে যাকাত থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তাদের কল্যাণে যাকাতের অর্থে কোন গঠনমূলক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। ফলে যাকাত প্রদান যেমনি অর্থবহ হয়ে উঠছে না তেমনি সমাজে ছিন্নমূল শিশু-কিশোরের প্রাদুর্ভাব হ্রাস করা যাচ্ছে না। দুস্থ মানবতার কল্যাণে যাকাত ব্যবস্থাপনায় এ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটানো হলে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গঠনে জাতীয় উদ্যোগ আরো এক ধাপ ত্বরান্বিত হবে। নিম্নে পথশিশুর যাকাতপ্রাপ্তির খাতগুলো সম্পর্কে সম্যক আলোকপাত করা হলো ঃ

ক. ফকির-মিসকিন

পথশিশুরা ফকির তো বটে মিসকিনদের কাতারেও তাদের অবস্থান রয়েছে। দুটি শব্দ কাছাকাছি অর্থ প্রদান করে বলেই এখানে একত্রে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো যাকাত প্রদানের **১ম** ও **২য়** খাত। অভাব-অনটনের বিচারে ইসলামে বর্ণিত ফকির-মিসকিনদের চরিত্রের সাথে পথশিশুদের চরিত্রের পুরোপুরি মিল রয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুফতী মুহাম্মদ শাফী' রহ. তাঁর '*তাফসীরে মা'রেফুল কুরআনে*' ফকির ও মিসকিনের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

> "যাকাতের ১ম ও ২য় খাত হল যথাক্রমে ফকির ও মিসকিনের। আসল অর্থে যদিও পার্থক্য রয়েছে। যথা, ফকির হল, যার কিছুই নেই এবং মিসকিন হল যে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। তবে যাকাতের হুকমে সমান। মোটকথা, যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ অর্থ নেই, তাকে যাকাত দেওয়া যাবে এবং সে-ও নিতে পারবে। প্রয়োজনীয় মালামালের মধ্যে থাকার ঘর, ব্যবহৃত বাসন-পেয়ালা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আসবাবপত্র প্রভৃতি শামিল রয়েছে।"[২৫]

ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী ও মুফতি মহীউদ্দীন কাসেমী তাদের লিখিত *আধুনিক প্রেক্ষাপটে যাকাত* বইয়ে যাকাত বিষয়ক ইসলামিক স্কলার আবদুস সাত্তার আবু গুদ্দাহ ও হুসাইন আহমদ শিহাতার '*ফিকহ ওয়া মুহাসাবাতুয যাকাত লিল আফরাদ ওয়াশ শরিকাত*'গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

---

[২৪].আল কুরআনঃ সূরা আত-তাওবাহ- ৬০

[২৫]. *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন-দ্বিতীয় খণ্ড*, অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৪) ৫৭৬

"যারা আইনগত সহায়তা পাওয়ার অধিকার রাখেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা শরীয়াত নির্ধারিত ফকির ও মিসকিন খাতের পর্যায়ভুক্ত। তারা আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে নিজের আইনি অধিকার আদায় বা ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ হয় বিধায় তারা সহায়তার মুখাপেক্ষী ও এর হকদার। কুয়েতস্থ্ বায়তুয যাকাতের ম্যানুয়াল অনুযায়ী এতিম, পথশিশু, বিধবা, বিপত্নীক, অতিশয় বৃদ্ধ, চলাচলে অক্ষম, রোগী, প্রতিবন্ধী, স্বল্প আয়ের পরিবার,শিক্ষার্থী, বেকার, কারারুদ্ধ ব্যক্তির পরিবার, নিখোঁজ ব্যক্তি ও বন্দীর পরিবার সকলেই ফকীর, মিসকীনের অন্তর্ভুক্ত।"[২৬]

আল-কুরআন- আল হাদীস এবং অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানে ফকির- মিসকিন তথা দরিদ্র-বিপন্নের যে চিত্র পাওয়া যায় আমাদের দেশের পথশিশুর অবস্থাটা তদোপেক্ষা আরো নিম্নমানের। এরা চরম অবমাননার মাঝে গ্লানিকরভাবে বেঁচে থাকা বনিআদম। এদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয় পরিস্থিতি। যাকাত বিতরণের এ মৌলিক খাতের ন্যায্য হকদার হচ্ছে এসব পথশিশু ।

খ. গা-রেমীন তথা ঋণগ্রস্ত

ঋণগ্রস্তরা যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত। আল্লামা ইমাম ইবনে কাসীর রহ. তার '*তাফসীরে ইবনে কাসীরে*' গা- রেমীন তথা ঋণগ্রস্তের ব্যাখ্যায় বলেন,

"এটা কয়েক প্রকার। যেমন একটি লোক কারো বোঝা নিজে ঘাড়ে নিয়ে নিলো বা কারো কর্জের সে যামিন হয়ে গেল। অতঃপর সে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়ে গেল অথবা নিজেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লো কিংবা কেউ নাফরমানিমূলক কাজ করার শাস্তিস্বরূপ তার উপর ঋণের বোঝা চেপে বসলো। অতঃপর সে তাওবাহ্ করলো। এমতাবস্থায় তাকে যাকাতের মাল দেয়া যাবে যাতে সে এর দ্বারা তার এ ঋণ আদায় করতে পারে।"[২৭]

পথশিশুরা শিশু-কিশোর। এদের কাজ-কারবার নেই। এরা নিজেরা ঋণগ্রস্ত হোক বা নাই হোক এদের মধ্যে যাদের মাতা-পিতা জীবিত রয়েছে তাদের অধিকাংশই ঋণগ্রস্ত,দায়-দেনায় বিপর্যস্ত আর তা গবেষকের সরেজমিন পর্যবেক্ষণে ওঠে এসেছে। যুক্তিগ্রাহ্য বিষয় হলো,স্বাবলম্বী-স্বচ্ছল-দায়দেনামুক্ত কোন পিতামাতা-ই সন্তানের দেখভাল না করে তাকে রাস্তায় ছেড়ে দেয় না। এক্ষেত্রে মহানবীর একটি হাদীসের দিক-নির্দেশনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি ইরশাদ করেছেন,

"কাবীসা ইবনে মুখরিক আল্ হিলালী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি (দেনার যামিন হয়ে) বিরাট অংকের ঋণী হয়ে পড়লাম। অতঃপর তা পরিশোধের ব্যাপারে কিছু চাওয়ার জন্য আমি রাসূল সা. এর কাছে গেলাম। তিনি বললেনঃ " যাকাত বা সাদকার মাল আসা পর্যন্ত আমার কাছে অপেক্ষা করো। তা এসে গেলে আমি তোমাকে তা থেকে দিতে নির্দেশ দিবো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে কাবীসা! মনে রেখো, তিন ব্যক্তি ছাড়া কারো জন্যে হাত পাতা বা সাহায্য প্রার্থনা করা হালাল নয়। (১) যে ব্যক্তি (কোন ভাল কাজ করতে গিয়ে বা দেনার যামিন হয়ে) ঋণী হয়ে পড়েছে। ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সাহায্য প্রার্থনা করা তার জন্য হালাল। যখন দেনা পরিশোধ হয়ে যাবে সে এ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। (২) যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক দুর্যোগে পতিত হয়েছে এবং এতে তার যাবতীয় সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে। তার জন্যও সাহায্য চাওয়া হালাল যতক্ষণ না তা নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়। ... (৩) যে ব্যক্তি এমন অভাবগ্রস্ত হয়েছে যে তার গোত্রের তিনজন জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক সাক্ষ্য দেয় যে 'সত্যিই অমুক অভাবে পড়েছে' তার জন্য জীবিকা নির্বাহের পরিমাণ সম্পদ লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত সাহায্য

---

[২৬]. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী ও মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী, *আধুনিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের বিধান*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার,২০১৮) ১২২-১২৩

[২৭]. ইমাম ইবনে কাসীর,*তাফসীরে ইবনে কাসীর ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১তম খণ্ড,* অনু. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, (ঢাকা: তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ২০০৪) ৭৩২

প্রার্থনা করা হালাল। হে কাবীসা! এই তিন প্রকার লোক ছাড়া আর সকলের জন্যই সাহায্য চাওয়া হারাম। অতঃএব এই তিন প্রকার লোক ছাড়া যেসব লোক সাহায্য চেয়ে বেড়ায় তারা হারাম খায়।"[২৮]

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে পথশিশুদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে পথশিশু কিংবা তাদের পিতামাতাগণ ঋণগ্রস্ত হিসেবে যাকাত গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই। কারণ, পথশিশু যাদের পিতামাতা জীবিত রয়েছে তাদের অধিকাংশই ক্ষুদ্রঋণের বেড়াজালে কিস্তির টাকা পরিশোধে পাগলপ্রায়; অবসাদ ও মনস্তাপে নির্বিকার–জীবনযুদ্ধে পরাজিত তদুপরি তাদের অভাব-অনটন এতই স্বত:সিদ্ধ যে নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা কিংবা জীবিকা নির্বাহের সম্পদ লাভে তারা নিরন্তর বঞ্চিত।

গ. ইবনুস সাবীল

পথশিশু একটি আধুনিক পরিভাষা (Terminology)। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ পরিভাষার ব্যবহার ছিল না। ফলে পূর্বসূরী আলিমগণের ফতোয়া কিংবা গবেষণায় এ পরিভাষা লক্ষণীয় নয়। খোলাফায়ে রাশেদা এবং এর পরবর্তীকালে মুসলিম শাসকদের আমলে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এতই শক্তিশালী হয়েছিল যে তখন কোন শিশুকে পথে-প্রান্তরে ভাসমান বনিআদম হিসেবে পড়ে থাকতে হয়নি। ইসলামী শারী'আতে ফকীর, মিসকীন, মুসাফির, ইয়াতীম, দাসমুক্তি, লাকীত প্রভৃতি পরিভাষা যেভাবে আল-কুরআন, আস-সুন্নাহ কিংবা ফিক্হ কর্তৃক সংজ্ঞায়িত ও আলোচিত হয়েছে সেভাবে পথশিশু (طفل الشارع) পরিভাষাখানি সংজ্ঞায়িত ও বিবৃত হয়নি। কারণ, এটি তখনকার যুগের সমসাময়িক বিষয় ছিল না। তবে ইসলাম যেহেতু সর্বকালের সকল সমস্যার সমাধানমূলক ধর্ম। সেহেতু পথশিশুর মাস'আলার ক্ষেত্রেও ইসলামী দিক-নির্দেশনা বিদ্যমান। এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিষয়ের চরিত্র, পরিস্থিতি, প্রেক্ষাপট ও পরিমণ্ডল পর্যালোচনায় পথশিশু (طفل الشارع) আল-কুরআনের পরিভাষা ابن السبيل এর আওতাভুক্ত।

যুগ-চাহিদার প্রেক্ষাপটে উলামায়ে মুতাওয়াখ্খেরীন পথশিশু সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। পথশিশুর পরিচয় সে শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে। স্থান-অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যে সামান্য তফাত থাকলেও পৃথিবীর সব শহরের পথশিশুর পরিচিতি ও কর্মতৎপরতা এক ও অভিন্ন, যা উপরে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। পথশিশুরা সকল বিবেচনায় যে কোন দান-সাদকা, সাহায্য-সহযোগিতা ও সুযোগ-সুবিধার ঘনিষ্ট হকদার তবে যাকাতের সুনির্ধারিত ৮টি খাতে তাদের হিস্সা রয়েছে কিনা সেটি প্রতিভাত করা প্রয়োজন। পথশিশুর মতো বর্তমান সামাজিক সংকট নিরসনে যাকাতের অর্থ ব্যবহারে ইসলামী শারী'আতের নির্দেশনা সম্পর্কে আধুনিক যুগের কতিপয় ইসলামিক স্কলারের মতামত তুলে ধরা হলো ঃ

১. হাম্বলী মাযহাবের মত এর উদ্ধৃতি দিয়ে ড. মুহাম্মদ রুহুল রহুল আমিন রব্বানী ও মুফতি মুহীউদ্দীন কাসেমী *আধুনিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের বিধান* বইয়ে উল্লেখ করেন, "ঐসব মানুষও ইবনুস সাবীল হিসেবে গণ্য যারা রাস্তাঘাটে আশ্রয় নিয়ে থাকে।"[২৯]
২. যাকাতের খাত ইবনুস সাবীল-একটি ব্যাপক অর্থবোধক প্রত্যয়। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আবদুর রহীম রহ. এ শব্দের বাংলা অনুবাদ করেছেন 'পথ-পুত্র' যা পথশিশুরই নামান্তর বরং বেকায়দা পরিস্থিতি বিবেচনায় এরা আরো কয়েকধাপ নিম্নস্তরের মানবসন্তান। পথ-পুত্রের পরিচয়ে তিনি তদীয় *যাকাত* বইয়ে লিখেছেন,"এরা হচ্ছে সেই লোক যে তার নিজের ঘর-বাড়ি ও ধন-মাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যেসব

[২৮]. সহীহ আল-মুসলিম; হাদীস : ২২৭৩

[২৯]. ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী ও ও মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী, *আধুনিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের বিধান* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৮) ১০৪

ফকীহগণ ইবনুস সাবীলের এই সংজ্ঞা দেন তাদের মতে সে পথিককে যাকাত দেয়া যাবে। কেননা এ হচ্ছে বৈধ বৈষয়িক প্রয়োজনের কাজে সাহায্য দান। সঠিক লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সাহায্য।"[৩০]

৩. প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা আশ্ শারবীনী তার *কাইফা তুকাদ্দিরু ওয়া তুয়াদ্দী যাকাতা আমওয়ালিকা*, বইয়ে বলেন, "আলিমগণ ইবনুস সাবীল (পথিক) এর বিভিন্ন ধরণ উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে বিনা বিচারে বা জরিমানা প্রদানে বাধ্য এমন আটক বিদেশী, মানব পাচারের শিকার এমন কোন ব্যক্তি, দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তি, যিনি নিজ গন্তব্যে পৌছানোর সম্বল হারিয়ে ফেলেছেন, পথশিশু যাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।"[৩১]

৪. সেই সব লোকও 'ইবনুস-সাবীল' যারা লোকদের পথে-ঘাটে, রেলে-বাসে ও বাজারে-ফুটপাতে জড়িয়ে ধরে ও পাকড়াও করে ভিক্ষা করে। প্রাচ্যের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী রহ. তার *ইসলামের যাকাত বিধান* বইয়ে বলেন,

> "লজ্জা ও দুঃখে কপাল ঘুচিয়ে যখন আমরা প্রায়শই দেখতে পাই যে, বহু দেশ ও শহর-নগরের অধিবাসী মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও বহু সহস্র লোক সাধারণ আশ্রয় ও বসবাসস্থল থেকেও বঞ্চিত হয়ে আছে। তারা নিরুপায় হয়ে পথের পার্শ্বে কিংবা গাছতলায় কোন-না-কোন রকমের একটু আশ্রয় বানিয়ে নিয়েছে। সর্বত্র মাটি ছড়িয়ে আছে, তার ওপরই শয্যা রচনা করেছে। বাতাসকেই তারা গাত্রাবরণ বানিয়েছে। এরা নিঃসন্দেহে 'পথের সন্তান'– 'ইবনুস-সাবীল'। কেননা পথই তাদের মা-বাপ। ... তাদের প্রথম পরিচিতির ভিত্তিতে তাদেরকে 'পথ-সন্তান' হওয়ার অবস্থা থেকে মুক্তকরণের উদ্দেশ্যে তাদের উপযোগী 'বাসস্থান' বানিয়ে দেয়া একান্তই আবশ্যকীয় মনে হয়। তাদের দ্বিতীয় পরিচিতি (ফকীর-মিসকীন) হওয়ার ভিত্তিতে তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা–তাদের জীবিকার নির্ভরযোগ্য সংস্থান করে দেয়াও আবশ্যক মনে হয়। তাতে করে তারা কোনরূপ অপচয়, বাহুল্য ব্যয় এবং কৃচ্ছতা ব্যতিরকেই মানবীয় প্রয়োজন তৃপ্তিদায়ক মাত্রায় পূরণ করতে সক্ষম হবে।" [৩২]

৫. সাইয়েদ রশীদ রেযা (১৮৬৫-১৯৩৫) তার তাফসীর আল-মানারে বলেন, "পিতা-মাতা ও ঠিকানাহীন ঐসব পথশিশুও ইবনুস সাবীল যাদেরকে রাস্তাঘাট বা কোন স্থান থেকে কুড়িয়ে নেয়া হয়।"[৩৩]

৬. ড. ওয়াহবা বিন মুস্তাফা আল-জুহাইলী তার তাফসীরগ্রন্থ '*আত-তাফসীরুল ওয়াসী*'-*এ* যাকাতের খাত বর্ণিত সূরাতুত তাওবাহ'র ৬০ নং আয়াতের পর্যালোচনায় লিখেছেন,

> "পথশিশুরা এই খাতগুলোর আওতার মধ্যে পড়ে, অর্থাৎ দরিদ্র, অভাবী এবং পথযাত্রীরা তাদের জীবনে অনেক ট্রাজেডির সম্মুখীন হয়। যাকাত আইন প্রবর্তিত হয়েছে গরীবদের সমৃদ্ধকরণ এবং দুর্বলদের পুনরুদ্ধারের জন্য আর এটাই সামাজিক সংহতি নীতির অংশ বিশেষ। কারণ, ইসলাম পাস্পরিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে এবং মানুষের মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্যকে অবজ্ঞা করে। তাই পবিত্র কুরআনে যাকাতের ব্যয় খাত নির্ভুলভাবে উল্লেখ করা হয়েছে আর তার একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্যের চিকিৎসা এবং দুর্বল ও অসহায়দের জন্যে সান্ত্বনা।"[৩৪]

---

[৩০]. মাওলানা আবদুর রহীম, *যাকাত* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০১০) ১৫২

[৩১]. আশ-শারবীনী, *কাইফা তুকাদ্দিরু ওয়া তুয়াদ্দী যাকাতা আমওয়ালিকা*, (কায়রো: মাকতাবাতু মারকাযুল ইমাম আলবানী ১৯৮৬) ২৫১-২৫২

[৩২].আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী,অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম,*ইসলামের যাকাত বিধান (২য় খন্ড)* (ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ২০১৭) ১৭৪-১৭৫

[৩৩]. সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ রেযা, *তাফসীরে আল মানার*, *খ.৫*, (কায়রো : আল হাইয়াতুল মিসরিয়া আল আম্মাহ, ১৯৯০) ৯৪

[৩৪]. ড. ওয়াহবা বিন মুস্তাফা আল-জুহাইলী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, (দামেশ্ক : দারুল ফিকর, ১৪২২ হি.) ৮৭৬

৭. পথশিশুদের আর্থিক অধিকার রক্ষা সুনিশ্চিত করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মুফতী শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী বলেন,

> "পবিত্র কোরআনে পথশিশুদের জাকাত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কুরআন মজিদে জাকাত প্রদানের মৌলিক আটটি খাতের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত খাতটি হলো 'পথশিশু'। ....আল কুরআনের ইবনুস সাবীল পরিভাষায় ইবন অর্থ সন্তান বা শিশু; সাবিল মানে রাস্তা বা পথ। আরবিতে 'ইবনুস সাবিল' ফারসি ও উর্দুতে 'ইবনে সাবিল' মানে পথের সন্তান বা পথশিশু। সমাজের যেসব শিশু গৃহহীন, ভবঘুরে, সুবিধাবঞ্চিত, আশ্রয়হীন পথের ধারে, রাস্তাঘাটে, রেলস্টেশনে বা রেললাইনের পাশে, বাসস্টেশনে বা রাস্তার পাশে, লঞ্চঘাটে বা ফেরিঘাটে অথবা পরিত্যক্ত কোনো জায়গায় নিরাপত্তাহীন ও অসহায়ভাবে রাত যাপন করে, তারা পথশিশু। এরা আমাদের সমাজেরই অংশ।" [৩৫]

৮. আরব সমাজকর্মী হাকী হামদি খালাফ আল-আয্যাবী তার এক গবেষণা প্রবন্ধে পথশিশুর পরিচয়, পথশিশু হওয়ার কারণ, ইসলামে শিশুদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব,দেশের প্রশাসকদের ভূমিকা ও কর্তব্য সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা শেষে পথশিশুর জন্য যাকাতের বৈধতা বিষয়ে উপসংহারে আসেন এভাবে:
"পথশিশুরা পথযাত্রী, ইয়াতীম, দরিদ্র ও অভাবী যাদের কোন বস্তুগত বা নৈতিক আশ্রয় নেই এবং তারা যাকাত ও সাদকার ব্যয়-খাতের অর্ধেক ধারণ করে থাকে।"[৩৬]

আমাদের প্রিয় নবীজী সা. ইয়াতীম ছিলেন। সুতরাং ইয়াতীম-অসহায় পথশিশুকে নিরাপত্তা দেওয়া ও সাহায্য করা নবীজীকে মুহাব্বত ও সম্মান করার শামিল আর তা বাস্তবায়নের ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থাপনার নামই হচ্ছে যাকাত। মহানবীর যুগে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত ছিল বন্ধুর । গাধা, ঘোড়া আর উষ্ট্রই ছিল কাছের কিংবা দূরের দেশের বাহন। পথে পথে প্রয়োজন মতো হোটেল-রেস্তোঁরা ছিল না। ঝড়-তুফান, রোদ-বৃষ্টি আর রাত্রি বেলার ঘুটঘুটে অন্ধকারে আশ্রয়কেন্দ্রের অভাব ছিল। মুসলমানদেরকে দ্বীন প্রচার কিংবা হালাল রিযিকের সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে ছুটে বেড়াতে হতো। এ সময় পরিব্রাজক অর্থকষ্টে পড়লে দিশাহারা হয়ে যেতো। অসুস্থ হলে নির্মম পরিণতি ভোগ করতো। সেই পরিস্থিতি বিবেচনা করে তৎকালিন সময়ের বাস্তবতায় আল কুরআনে বর্ণিত 'ইবনুস সাবীল' শব্দের অর্থ মুসাফির করা হয়। কিন্তু আজকালকার পরিস্থিতি বদলে গেছে। সড়ক, পানি ও আকাশ পথ অত্যাধুনিক বাহন পেয়েছে। পথে পথে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার রয়েছে। ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ এতই উন্নত হয়েছে যে পরিব্রাজক নিজ পরিবারের সাথে অর্থকড়ি লেনদেনসহ যে কোন সময় যে কোন বিষয় আলোচনা করতে পারছেন। এখন ইবনুস-সাবীল তথা মুসাফিরের তখনকার সেই বাস্তবতা নেই। অন্যদিকে এখনকার মানুষের ধনবৈষম্য ও অমানবিকতায় সৃষ্টি হয়েছে পথশিশু-ভাসমান মানুষ নামের দুর্দশাগ্রস্ত-অসহায় একটি শ্রেণি, যারা নানাবিধ নিগ্রহ-নিপীড়নের শিকার। সুতরাং সময়ের ব্যবধানে ইবনুস সাবীলের অর্থ মুসাফিরের চেয়ে এই পথশিশুদের জন্যে ব্যবহার অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়।
আল্লাহ তা'আলার বাণী-

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَ ٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا .

"আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও অসহায় পথিককে এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না।" [৩৭]
আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন এরকম আল-কুরআনের ৮ জায়গায় পথিক/ভাসমানদের সাহায্যের প্রশ্নে ব্যাপক অর্থ বহনের জন্যে ইবনুস-সাবীল শব্দ ব্যবহার করেছেন নতুবা সবসময়ের জন্য পরিব্রাজক বুঝানো উদ্দেশ্য হলে তিনি আরবী

---

[৩৫]. মুফতী শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী,"ইসলামে পথশিশুদের অধিকার ও সম্মান", *দৈনিক প্রথম আলো*, এপ্রিল ১২,২০১৯, পৃ. ৮
[৩৬]. https://srp-center.iq/sci/archives/855 Access Date: 31 August 2023
[৩৭]. আল কুরআন : সূরা বনী ইসরাঈল-২৬

শব্দ 'মুসাফির'-ই কেবল ব্যবহার করতেন। আদি-অন্তের মালিক আল্লাহ পথশিশুদের সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন। সুতরাং ইবনুন মানে পুত্র তথা শিশু আর সাবীলুন মানে পথ। অতএব ইবনুস সাবীল এর অনুবাদে বাংলায় 'পথশিশু' প্রত্যয়টি সবচেয়ে যথোপযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনায় এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইবনুস সাবীলসহ পুরোপুরি ৪টি খাতের অনুকূলে পথশিশুরা যাকাতের হকদার হতে পারে, যা অন্য কোন পরিচিত শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কিনা গবেষকের জানা নেই।

২. যাকাতের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পথশিশুর জন্য যাকাত

হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য লাঘব-ই যাকাতের মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে সকল বিবেচনায় পথশিশুরা এগিয়ে রয়েছে। এসব শিশুরা দরিদ্র বলেই পথশিশু হয়েছে;ধনবান সন্তান কখনো পথশিশু হয় না। পথশিশু হওয়ার জন্য দরিদ্রতা যেমনি দায়ী তেমনি শক্ত অভিভাবক না থাকাটাও কম দায়ী নয়। পথশিশুদের নিয়ে আজ কেউ ভাবে না। তাদের লালন-পালন,শিক্ষা-দীক্ষা এবং আবাসনের উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না। দেশে ধনী ও যাকাত প্রদানকারী লোকের অভাব নেই কিন্তু সে ধন ও যাকাতের অর্থ শারী'আত সম্মত, সঠিক ও সৃজনশীল পদ্ধতিতে ব্যবহারে ঘাটতি রয়েছে। ইসলামী শারী'আতের অন্যতম উসূল হলো 'যখন যেখানে যত প্রয়োজন তখন সেখানে ততোধিক মাত্রায় গুরুত্ব সহকারে ঐ বিধান কার্যকর করতে হয়'। সে হিসেবে পথশিশুরা যাকাতের অর্থে সবচে বেশী লাভবান হওয়ার হকদার। অথচ আমাদের দেশে কি ব্যক্তি উদ্যোগ কি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে যে প্রক্রিয়ায় যাকাত প্রদান করা হয় সেক্ষেত্রে কেউ তো এ পথশিশুদের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আমলে নেন না। যাকাত প্রবর্তনের লক্ষ্য হলো সমাজের সর্বস্তরে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিধান এবং সমাজের আমূল দারিদ্র্য বিমোচন। আজ সুষ্ঠু নীতিমালা ও দূরদর্শিতার সাথে যাকাত ব্যবস্থাপনার অভাবে এ লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না। যাকাত ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ফুটে ওঠেছে মহানবীর অত্র নির্দেশনায়-

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"তাদের ধনীদের থেকে যাকাত নিয়ে গরীবদের মাঝে বিতরণ করবে"।[৩৮]

সুতরাং যাকাত ব্যবস্থাপনায় এদের সম্পৃক্ত করে নিশ্চিত ভবিষ্যত নির্মাণের সকল আধুনিক উপকরণ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এসব পথশিশুদের যাবতীয় অভাব-অনটন ঘুচিয়ে এনে তাদেরকে সৎ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সময়ের দাবি। সমাজের মূল স্রোতে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য যাকাতের অর্থে পরিকল্পিতভাবে তাদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া হলে সমাজ হবে অভিশাপমুক্ত আর দেশ যাবে উন্নতি-অগ্রগতির অনন্য সোপানে।

৩. তাযকিয়ার ব্যাপকার্থে পথশিশুর জন্য যাকাত

যাকাহ ও তাযকিয়া একই শব্দমূল থেকে আগত। যাকাতের অর্থ দানের মাধ্যমে তায্কিয়া তথা পরিশুদ্ধি অর্জন আর এই পরিশুদ্ধি ব্যাপক অর্থবোধক। এটি যেমনি সম্পদ ও নাফসের পরিশুদ্ধি তেমনি যাকাতগ্রহীতাকে আক্ষরিক অর্থে পাক-সাফ-পরিশুদ্ধ করার মধ্যদিয়েও পরিশুদ্ধি অর্জিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

" হে নবী! তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদ থেকে সাদকা (যাকাত) নিয়ে তাদেরকে পাক-পবিত্র করো তাদেরকে পরিশুদ্ধ করো।"[৩৯]

---

[৩৮]. সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং-১৩৬৪

[৩৯]. আল কুরআন: সূরা আত-তাওবা-১০৩

পথশিশুরা অপবিত্র,অপরিচ্ছন্ন ও কর্দমাক্ত। তাদের সমস্যা ও চাহিদা বেশি। যাকাতের অর্থে তাদের পাক-পবিত্র করতে পারলে, তাদের মুখে হাসি ফুটানো গেলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যাকাতদাতার মন-মানসে সন্তুষ্টি, পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধির অন্যরকম অনুভূতি দোলা দেয়।

৪. বঞ্চিতদের বঞ্চনা নিরসনে পথশিশুর জন্য যাকাত

অর্থনীতিবিদগণের ঐক্যমত হচ্ছে, কোন দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির ভিত্তি হবে দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান করা। সে দৃষ্টিভঙ্গিতে পথশিশুরা নির্মমভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠী আর তার নানাবিধ কারণও রয়েছে। তাদের বঞ্চনার কাহিনী অনেক হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক। ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে বঞ্চিতদের বঞ্চনা নিরসনের লক্ষ্যেই। সুতরাং যখন যারাই দরিদ্র-বঞ্চিত তখন তারাই যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত। পথশিশুরা অধিকাংশই যুগপৎ ইয়াতিম ও বঞ্চিত আর সকলেই নানান যাঁতাকলে পিষ্ঠ। পেটে ভাত আর পিঠ গুঁজাবার ঠাঁই না থাকলে তার পক্ষে পুরোপুরি ইসলামী অনুশাসন মানা সম্ভব নয়। যেহেতু পথশিশুরা শুধু দরিদ্র নয় অবুঝ,কর্ম করে খাওয়ার অনুপযুক্ত, অভিভাবকহীন, ছন্নছাড়া বঞ্চিততও বটে। ধনীদের সম্পদে এসব বঞ্চিত-নিগৃহীতদের অধিকার সম্বন্ধে আল্লাহ পরওয়ারদেগার ইরশাদ করেন,

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ .

“এবং তাদের সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক।”[৪০]

বিত্তবানদেরকে প্রথমত বঞ্চিত-যাঞ্চাকারীদেরকে দিতে হবে তাদের যাকাত থেকে; কারণ এ বিধান তাদের জন্য নামাজ-রোজার মতোই বাধ্যতামূলক ফরজ। এরপর সামর্থানুযায়ী অন্যান্য সাদকা থেকেও দান করতে হবে। তাই যাকাতের ফান্ডে পথশিশুদের পুনর্বাসন করে সামাজিক মর্যাদা দিয়ে তাদের গড়ে তোলাই হবে সময়ের শ্রেষ্ঠ কাজ। কারণ, যাকাত মুসলিম সমাজের আর্থিক নিরাপত্তার রক্ষাকবচ তুল্য। যাকাতের সুন্দর ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে সমাজের সর্বস্তরে সুন্দর ভারসাম্য বিধান করা সম্ভব।

বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শাহ হাবীবুর রহমান তার একটি প্রবন্ধে বলেন,

“বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলা সদরে সরকারি শিশু সদন রয়েছে। কিন্তু দেশের অগণিত ইয়াতীম শিশু- কিশোরদের স্থান সংকুলান এসব শিশু সদনে হওয়ার কথা নয়। উপরন্তু এখানে কিশোর নির্যাতন এবং তাদের আহার ও পোষাকের যে দুঃখবহ চিত্র মাঝে মধ্যে ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসে তা হৃদয় বিদারক। তাছাড়া ভয়াবহ বন্যায় কত যে শিশু-কিশোর ইয়াতীম ও নিঃস্ব হয় তার সঠিক চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। এদের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান ও শিক্ষার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা খুবই উপযুক্ত পদক্ষেপ হতে পারে। এজন্য নতুন ইয়াতীমখানা তৈরী ও ইয়াতীমদের ভরণ- পোষণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং সাধারণ শিক্ষাসহ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।” [৪১]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমান একটি প্রবন্ধে বলেন, “যাকাত মুসলমানদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি, তাদের বীমা কোম্পানি বা তাকাফুল এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডও। এখান থেকে সমাজের বেকারদের সাহায্য করা, অক্ষম, বিকলাঙ্গ, রুগ্ন, এতিম, বিধবা ও কর্মহীনদেরকে প্রতিপালন করা এবং সমাজের লোকদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা যাবে।”[৪২]

[৪০]. আল কুরআন: সূরাতুয্-যা-রিয়াত-১৯

[৪১]. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ* (রাজশাহী: দি রাজশাহী স্টুডেন্ট‘স ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, বিনোদপুর বাজার, ২০০৫) ৭৫-৭৬

[৪২]. ড. মোহাম্মদ লোকমান, “ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা”, *আত্- তাকবীর* -একটি গবেষণা জার্নাল, (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ কমিটি, ১৯৯৮) ২২

অতএব এটি স্বত:সিদ্ধ যে পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয় ও বন্ধু-স্বজন সবার আদর-যত্ন-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত শিশু হচ্ছে পথশিশু। তাদের বঞ্চনার সাতকাহন সত্যিই হৃদয়বিদারক। তাদের এ করুণ বঞ্চনার নিরসনে নিঃসন্দেহে যাকাত অন্যতম অর্থনৈতিক উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৫. যারা সবচেয়ে দুস্থ-অসহায় তারাই যাকাত পাওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত

পথশিশুদের জীবন যাপন অত্যন্ত করুণ,বিভীষিকাময়। তাদের না আছে একদিনের খাবার না আছে আশ্রয়। শহরের ফুটপাথ, রেল জংশন, বাসস্ট্যান্ড আর রেল লাইনের ঝুপড়িতে ভাসমান শিশু অনাহারে অর্ধাহারে যততত্র ঘুমিয়ে পড়ে এবং ঘুম থেকে উঠে আবার জীবিকার সন্ধানে ছুটে বেড়ায়; খাবার পেলে খায়, না পেলে অনাহারে-অর্ধাহারে পড়ে থাকে। ঘুম আসলে সামান্য আড়ালে-আবড়ালে কাৎ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া প্রত্যেক বিবেকবান মানুষের দায়িত্ব। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের দয়া-মায়া ও ভালবাসা পাওয়ার দাবিদার এরা। ইসলামে যাকাত বিধান প্রবর্তনের নেপথ্যে রয়েছে মানবতার প্রতি সহানুভূতি ও সহৃদয়তা। মূসা আ. এর প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন,

وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ فَسَأَكۡتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ.

"আর আমি আমার দয়া- তাতো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যপ্ত। সুতরাং আমি তা তাদের জন্য নির্ধারিত করব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ও যাকাত দেয় ।" [৪৩]

এখানে যাকাত দানকে আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া প্রাপ্তির পূর্ব শর্ত বলা হয়েছে। সুতরাং যাকাত প্রদানে যেভাবে যাকাতদাতার দয়াদ্র হওয়া সম্ভব তেমনি তার পক্ষ হতে দয়ার বহি:প্রকাশও ঘটে । অতএব বিপর্যস্ত পথশিশুদের যাকাত বিতরণের ফলে এ প্রক্রিয়া আরো যৌক্তিক ও গতিশীল হবে।

হাশরের ময়দানে দুস্থ-মানবতার সেবা সম্পর্কে আল্লাহ পাকের কাছে বান্দাকে কঠিন জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে। মহানবী সা. ইরশাদ করেন-

" কিয়ামতের দিন মহামহিম আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান ! আমি রুগ্ন ছিলাম, তুমি আমার সেবা-শুশ্রুষা করনি। বান্দা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কি করে আপনার সেবা-শুশ্রুষা করতে পারি? আপনি তো বিশ্বলোকের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত হয়েছিল কিন্তু তুমি তার সেবা করনি। তুমি কি জানতে না যে তার সেবা করলে তুমি আমাকে তার কাছেই পেতে। মহান আল্লাহ বলবেন, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম এবং তোমার নিকট খাবার চেয়েছেলাম কিন্তু তুমি আমাকে আহার করাওনি। আদম সন্তান বলবে, হে আমার প্রতিপালক ! আমি কি করে আপনাকে আহার করাতে পারি? অথচ আপনি হচ্ছেন গোটা সৃষ্টিলোকের রিযিকদাতা। মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক বান্দা খাবার চেয়েছিল। কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাওনি। তুমি কি জানতে না যে তাকে আহার করালে তুমি ঐ খাবার আমার নিকট পেতে। হে আদম সন্তান ! আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে পান করাওনি। সে বলবে: হে প্রভু ! আমি আপনাকে কিভাবে পান করাতে পারি? অথচ আপনি হচ্ছেন গোটা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক। মহান আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক পিপাসার্ত বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি যদি তাকে পান করাতে তবে সে পানি তুমি আমার কাছে পেতে।" [৪৪]

ইসলামে রুগ্ন,অসহায়, ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত মানুষের আবেদনে সাড়া দেয়া কত বেশি গুরুতপূর্ণ তা এখানে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। আর এজন্যেই বিত্তবানদের উপর সাহায্যের সাংগঠনিক রূপ যাকাত ফরজ করা হয়েছে। উপরোক্ত হাদীসে পথশিশুদের চিত্রই ভেসে উঠেছে। তাদের নেই চিকিৎসা সেবা, নেই খাবার-দাবার, নেই পান কিংবা গোসলের বিশুদ্ধ পানি। ট্রেনে, বাসে কিংবা পথে-প্রান্তরে এদের অনেকে টাকা-পয়সা চেয়ে জাপটে ধরে

[৪৩]. আল কুরআন: আল-আ'রাফ -১৫৬

[৪৪]. সহীহ মুসলিম শরীফ; হাদীস নং- ২৫৬৯

আর্তনাদ করে। এতে বিরক্তির উদ্রেক হলেও মানবতার হাহাকার অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তাই এরাই যাকাত পাওয়ার বেশি হকদার সাব্যস্ত হয়।

৬. কর্মহীন ও বেকারের কর্মসংস্থান এবং ইয়াতীমের কল্যাণে যাকাত

সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও বেকারত্ব আজ সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সব সমস্যার কারণে দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তদুপরি সমাজে ও দেশে কলহ, অশান্তি ও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ছে। আর এসব সামাজিক অপরাধের সিংহভাগ করছে অনাদরে-অবহেলায় বেড়ে উঠা পথশিশু, যারা সমাজের দায়িত্বশীলবর্গের কোন ধরণের সহানুভূতি না পেয়ে বড় হয়েছে এবং বস্তিবাসী হিসেবে নিজেদেরকে আবিস্কার করেছে। মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান করা গেলে সামাজিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। তাই বেকারত্ব ও সন্ত্রাস দূরীকরণে পরিকল্পিত উপায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে চরিত্রবান নাগরিক গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ কাজে লাগানোই সর্বোত্তম কৌশল।

পথশিশুদের জীবন বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাদের মাঝে বহুলাংশে রয়েছে স্বামী পরিত্যাক্তা-বিধবা কিংবা সতীন ঘরের সন্তান। এরা না পায় পিতার কাছ থেকে ভরণপোষণ, না পায় মায়ের কাছ থেকে আদর-যত্ন। তাদের বাবা অপরিণামদর্শি ও কাণ্ডজ্ঞানহীন আর মা অসহায়-জনম দুঃখী। সন্তানদের আগলে রাখা মায়ের সামর্থে কুলোয় না। তিনি নিজেই ধুঁকে ধুঁকে মরেন। পরের ঘরে ঝিয়ের কাজ করে ক্ষুধার যন্ত্রণা মেটান। এ সমস্ত পরিস্থিতির শিকার নারী ও শিশুদের দায়িত্ব গ্রহণের ফজিলত বর্ণনা করেছেন মানবতার নবী মুহাম্মদুর রসূল সা.। তিনি বলেন,

النَّهارَ يَصُومُ كالَّذِي أَوْ اللَّهِ، سَبِيلِ فِي كالْمُجاهِدِ والمِسْكِينِ الأَرْمَلَةِ علَى السَّاعِيوِيقومُ اللَّيْلَ.

" স্বামীহীন ও মিসকীনদের ভরণ-পোষণের জন্য প্রচেষ্টাকারী আল্লাহর পথে জিহাদকারী অথবা সারা দিন রোজা পালনকারী ও সারারাত নামাজ আদায়কারীর সমান পূণ্যের অধিকারী।"[৪৫]

ব্যক্তি কিংবা সমাজ যাকাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে এই সব দুস্থ নারী ও সন্তান (পথশিশু) এর সামগ্রিক দায়িত্ব গ্রহণ করলে তজ্জন্য অতিরিক্ত সাওয়াবের প্রত্যাশা করা যায়।

পথশিশুদের অধিকার প্রদান করা হয় না। তাদের হিতাকাঙ্খী বলতে কেউ নেই। সবাই আখের গোছাতে ব্যস্ত। দৈনিক পত্রিকার কলামে সাংবাদিক রোকেয়া রহমান বলেন,

> "আজ আমাদের দেশের শিশুরা বড়ই অবহেলিত, বিশেষত পথশিশুরা একেবারে নাজুক অবস্থায় রয়েছে। আন্তর্জাতিক শিশু সনদ, শিশু আইনসহ দেশের প্রচলিত আইনে প্রতিটি শিশু তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ লাভের জন্য শিক্ষা, খেলাধুলা,খাদ্য ও পুষ্টি এবং বিনোদন পাওয়ার অধিকার রাখে শিশুদের সবধরণের নির্যাতন ও বৈষম্যমূলক আচরণ থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে এসব সনদ ও আইনে। কিন্তু আমাদের দেশের পথশিশুরা এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত।"[৪৬]

যাকাত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সব অধিকারহারা, অভাবগ্রস্ত, বঞ্চিত ও দুদর্শাগ্রস্ত মানুষের অভাব দূর করা ও অর্থনৈতিকভাবে তাদেরকে পুনর্বাসন করা সম্ভব। পথশিশুদের বিরাট অংশ ভিক্ষুক। মহানবী সা. ভিক্ষুক অথচ সক্ষম লোকদেরকে কাজে যুক্ত করে দিতেন। তাদেরকে অভিভাবকসুলভ দিক-নির্দেশনা দিয়ে কর্মজীবি হওয়ার উপদেশ দান করতেন। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য ঃ

---

[৪৫]. জামে আত-তিরমিযী; হাদীস নং -১৯১৯

[৪৬]. রোকেয়া রহমান, "আসুন, পথশিশুমুক্ত দেশ গড়ি", *দৈনিক প্রথম আলো*, ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১৬, পৃ. ১৮

"হযরত আনাস বিন মালিক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একব্যক্তি রাসূল সা. এর নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করলে তিনি বললেন– যাও তোমার কাছে যা আছে তা নিয়ে আস। বর্ণনাকারী বললেন, লোকটি চলে গেল এবং একটি কম্বল ও একটি পেয়ালাসহ উপস্থিত হল। অতঃপর লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! ইহা একটি কম্বল, যার কিছু অংশ তার পরিবার বিছাত এবং বাকী অংশ গায়ে দিত। এটা পেয়ালা, যা দ্বারা তারা পানীয় পান করত। অতঃপর রসূল সা. বললেন, কে এ দু'টি জিনিস আমার কাছ থেকে এক দিরহামে ক্রয় করবে? জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি নেব। অতঃপর রসূল সা. আবার বললেন, কে এগুলো এক দিরহামের বেশী দিয়ে ক্রয় করবে? জনৈক ব্যক্তি বললেন, আমি এ দু'টি জিনিস দুই দিরহাম দিয়ে নেব। রাসূল সা. বললেন, দুটি জিনিস তোমার জন্য। বর্ণনাকারী বললেন, রাসূল সা. ঐ ব্যক্তিকে ডাকলেন এবং বললেন, এক দিরহাম দিয়ে কুঠার কিনবে এবং অপর এক দিরহাম দিয়ে তোমার পরিবারের জন্য খাদ্য ক্রয় করবে। বর্ণনাকারী বললেন, লোকটি তা-ই করল। অতঃপর লোকটি রাসূল সা. এর নিকট আসলে তিনি বললেন, ঐ উপত্যকায় যেয়ে কাঠ, ডাল-পালা নিয়ে আসবে (বাজারে বিক্রি করবে) এবং আমার নিকট পনের দিন পর আসবে। বর্ণনাকারী বললেন, লোকটি চলে গেল এবং দশদিন অতিবাহিত হল। অতঃপর লোকটি পরিবারের জন্য পাঁচ দিরহাম দিয়ে খাদ্য ক্রয় করে প্রত্যাবর্তন করল এবং রাসূল সা. কে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে যে কাজের আদেশ দিয়েছেন তাতে আল্লাহ বরকত দিয়েছেন। অতঃপর রাসূল সা. বললেন, কিয়ামতের দিন ভিক্ষাবৃত্তিজনিত কারণে বিকৃত চেহেরা নিয়ে তোমার আগমনের চাইতে এ কাজ অনেক উত্তম। আর জেনে রাখ- তিন ধরনের লোক ছাড়া অন্য কারো ভিক্ষা করা বৈধ নয়। আহত ব্যক্তি, অধিক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ও বৃদ্ধ দরিদ্র ব্যক্তি।" [৪৭]

যেহেতু পথশিশুদের সম্বল বলতে তেমন কিছু থাকার কথা নয়। তারা অনেকে কর্ম করার বয়সেও পৌছায়নি। এখন কর্মের জন্যে তাদের গড়ে ওঠার সময়। সুতরাং তাদের নিজেদের সম্বল নয়, কর্মে নিয়োজিত করাও নয়। তাদের জন্য প্রয়োজন পরিবারসুলভ পরিচর্যা ও প্রশিক্ষণ যাতে তারা বড় হয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিপূর্বক সমাজ ও দেশ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে। সেজন্য যাকাতের অর্থে তাদের জন্য ফান্ড গঠন করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষক ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন তাদের গবেষণা প্রবন্ধে ইমামদের মতামত উদ্ধৃতকরণসহ যথার্থ মন্তব্য করেছেন,

" যাকাত প্রাপ্ত ব্যক্তি যাতে অর্থনৈতিক দৈন্যতা থেকে মুক্তি পায় সে পরিমাণ দানের জন্য ফকীহগণ তাগিদ দিয়েছেন। ইমাম নববী রহ. বলেছেন যে, "ফকির ও মিসকিনকে এতটুকু পরিমাণ সম্পদ দিতে হবে যাতে তারা অভাবের গ্লানি থেকে মুক্তি পায় এবং ধনী ব্যক্তির পর্যায়ে এসে উপনীত হয়। " ইমাম শাফেয়ী (র)ও এ মত সমর্থন করেন। ফকীহগণ কুটির শিল্প, কৃষিকাজ, দোকান, দর্জির কাজ, কাঠের কাজ প্রভৃতি খাতে উপযুক্ত পরিমাণ যাকাতের অর্থ বরাদ্দ করে অভাবীদের স্বনির্ভর করার কথা বলেছেন। ইমাম মালিক রহ., ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.সহ অন্যান্য ফকীহগণের মত হল যে প্রার্থীত ফকীর-মিসকীনকে নিজেসহ পরিবার-পরিজনের এক বছরের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় যাকাত দিতে হবে। ইমামগণের মতামতকে বাস্তবায়নের জন্য 'যাকাত ফান্ড' গঠন করতে হবে।"[৪৮]

যে প্রক্রিয়ায় পথশিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে স্থান-কাল-পরিবেশ পর্যালোচনা করে যাকাতের অর্থে সে প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে। এতে অজুহাত সৃষ্টি না করে শারী'আতের মাকসাদ–জনকল্যাণ ও দারিদ্র্য বিমোচনকে গুরুত্ব দিতে হবে। ইসলামের মূলনীতিগুলো সামনে রেখে এমন পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে মানবিক প্রয়োজনীয়তা, বৈষম্য বিদূরিতকরণ, শৈশবের সম্ভাবনা সংরক্ষণ এবং স্বাবলম্বী সমাজ তৈরীর কাজ অগ্রাধিকার লাভ করে। নিশ্চয় এক্ষেত্রে যে কেউ পথশিশুর পুনর্বাসনকে অগ্রগণ্য অধিক্ষেত্র হিসেবে স্বীকার করবেন।
মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী রহ. বলেন,

---

[৪৭]. হাদীস, ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান আল কুবরা, ৭ম খণ্ড* (বৈরুত: দার-আল-কুতুব আল ইসলামিয়া, ১৯৯৯) ৪০

[৪৮]. ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান ও মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন, "ভিক্ষাবৃত্তি ও ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রতিকার প্রেক্ষিত বাংলাদেশ", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৫/১ (২০০৫) ১১৬

"যাকাত (ফকীর) অভাবগ্রস্থকে এতটা পরিমাণ দিতে হবে, যদ্বারা তার দারিদ্র্যের মূলোৎপাটন হয়ে যায়। তার অভাব-অনটন দূর হওয়ার কারণ ঘটে এবং স্থায়ীভাবে যথেষ্ট মাত্রায় তার প্রয়োজন পূরণ হতে পারে। আর দ্বিতীয়বার যেন তার যাকাত গ্রহণের মুখাপেক্ষিতা না থাকে।"[৪৯]

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ আমাদের ধর্মীয় নেতারা জোরেশোরে বলছেন না যে যাকাতের অর্থে পথশিশুদের পুনর্বাসনে উদ্যোগ নেয়া শরঈ দায়িত্ব। ইসলামের বিধান হচ্ছে যে ইবাদাত ফরজ সেটার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার কাজও ফরজ। তাই তো নামাজের জন্য অযুর বিধান ফরজ করা হয়েছে। একইভাবে যাকাত একটি ফরজ ইবাদত। এ ইবাদত সম্পাদনের জন্য যাকাতের প্রকৃত হকদার খুঁজে বের করে আনাও নিতান্ত জরুরি কর্তব্য। সামাজিকভাবে প্রতিনিয়ত হেনস্থার শিকার হওয়া পথশিশুদের পুনর্বাসনে যাকাতের অর্থে পরিকল্পিত উদ্যোগ নেয়া হলে ইসলামে এ বিধান প্রবর্তনের যথার্থতা নিরূপিত হবে।

৭. আদল ও ইহসানের স্বার্থে পথশিশুরা যাকাত গ্রহণের অগ্রগণ্য

ইসলামের পুরো ইমারত নির্মিত হয়েছে ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক কল্যাণকামিতার ওপর। আমাদের সমাজে যে কোন মাপকাঠিতে পথশিশুরাই সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত, মজলুম, নিরুপায়– মানবেতর জীবন যাপন করছে। তারা একে তো নাবালক, জ্ঞান-বুদ্ধিহীন অবুঝ সন্তান তদুপরি নিজেদের পেট ও পিঠের অনিবার্য চাহিদা মেটাতে অক্ষম। নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত এসব বনিআদম এই দেশ, এই সমাজের জন্য কলঙ্ক। তারা নিজ দোষে দোষী নয়– পরিস্থিতির শিকার। বিত্তবান শ্রেণীর অবহেলা ও রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনার অনাসৃষ্টি। ইসলামের মূল চেতনা হচ্ছে ন্যায়-ইনছাফ কায়িমের মধ্যদিয়ে সমাজের সর্বস্তরে শান্তি কায়িম করা- সেক্ষেত্রে পথশিশুমুক্ত দেশ গড়ার বিকল্প নেই।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষের প্রতি আদল-ইহসান কায়িমের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন-

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ وَإِيتَآئِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।" [৫০]

হাদীস শরীফে রয়েছে, الدِّينُ النَّصِيحَةُ *"পারস্পরিক কল্যাণ কামনাই ধর্ম।"*[৫১] সুতরাং পথশিশুরা আদল- ইহসানের দৃষ্টিতেও কেবল যাকাত প্রাপ্তির হকদারই নয় বরং পারস্পরিক কল্যাণ কামনার ভিত্তিতে সবার আগে পাওয়ার উপযুক্ত।

এ প্রসঙ্গে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ শাহ আবদুল হান্নানের *ইসলামী অর্থনীতি দর্শন ও কর্মকৌশল* বইয়ের একটি আলোচনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি দারিদ্র্য বিমোচন ঃ ইসলামের কৌশল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

> "সহজ করে বলতে গেলে ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে জনকল্যাণ। আমরা লক্ষ্য করেছি, আধুনিক যুগে যারা ইসলামী অর্থনীতি নিয়ে লিখেছেন, যেমন ড. ওমর চাপড়া, ড. ফাহিম খান, ড. মনওয়ার ইকবাল, প্রফেসর খুরশীদ আহমদ, ড. তরিকুল্লাহ খান, ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, ড. মনজের কাহাফসহ অন্যান্য বড় বড় ইসলামী অর্থনীতিবিদের কথা যদি বলি তাহলে দেখবো তারা যে ইসলামী অর্থনীতির দার্শনিক ভিত্তি খাড়া করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে আদালত বা জাস্টিস। তারা কুরআন বিশ্লেষণ করে বলেছেন, কুরআনে প্রায় একশ' আয়াত আছে যেখানে আদল, জাস্টিস, ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের কথা বলা হয়েছে। আবার একশ' আয়াত আছে যেখানে জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা বোঝাতে চাচ্ছেন মোটামুটি

[৪৯]. আল কারযাভী, *ইসলামের যাকাত বিধান (২য় খন্ড)*, ইসলামের যাকাত বিধান, অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, (ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ৪৫ বাংলাবাজার,২০১৭) ৪১-৪২

[৫০]. আল কুরআন: সূরা আন-নাহল- ৯০

[৫১]. সহীহ আল মুসলিম; হাদীস নং-৫৫

> প্রায় দু'শ' আয়াতে ইনসাফ করার কথা বলা হয়েছে। তারা বলেছেন, ইনসাফ করার মূল তাৎপর্য হচ্ছে মানুষের প্রয়োজনকে মেটাতে হবে। ইংরেজিতে তারা বলেছেন, Need fulfillment করতে হবে। তার মানে এই দাঁড়ায় যে, ইসলামী শারী'আতের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ (Welfare) । আবার ইসলামী শারী'আাতের যে দর্শন, অর্থনীতির যে দর্শন সেখানেও রয়েছে জাস্টিস। আর জাস্টিসের অন্যতম তাৎপর্য হচ্ছে প্রয়োজন মেটানো।"[৫২]

সুতরাং অপার সম্ভাবনার আধার অথচ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের চাকায় পিষ্ট পথশিশুদের প্রতি জাস্টিস কায়িম তথা তাদের প্রয়োজন মেটানো (Need fulfillment) ইসলামী শারী'আাত ও অর্থনীতির অপরিহার্য দাবি। এ দাবি পূরণে ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক উপাদান যাকাতের অর্থ ব্যবহারের প্রয়োজীয়তা যে অপরিসীম তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৮. মানবিক কর্তব্য পালনে পথশিশুর জন্য যাকাত

মানুষ মানুষের জন্য। মানুষ পরস্পর সুখে-দু:খে, হাসি-কান্নায় একাকার হয়ে থাকবে -সেটাই সৃষ্টিকর্তার কাম্য। আল্লাহ পাক সব মানুষকে সমানভাবে শক্তি-সামর্থ দেননি, কাউকে সক্ষম-শক্তিশালী আর কাউকে দুর্বল-শক্তিহীন করে সৃষ্টি করেছেন। সামর্থবান সামর্থহীনকে সহযোগিতার মধ্যদিয়ে সমাজে ভারসাম্য বজায় রাখবে আর এ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার নামই হচ্ছে যাকাত। এক্ষেত্রে পথশিশুরা শারীরিক, মানসিক, জ্ঞানগত ও অর্থনৈতিক দিকে দিয়ে শক্তি-সামর্থহীন। সুতরাং সক্ষম ও স্বচ্ছল মুসলমানদের উচিত আল্লাহ্ প্রদত্ত আর্থিক সাহায্য যাকাত ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে পথশিশুদের প্রতি মানবিক দায়িত্ব পালন করা।

দেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আবদুর রহীম রহ. বলেন,

> "নির্বিশেষে সকল প্রাণী ও জীবের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন। সে কারণে তিনি একদিকে মানুষকে দিয়েছেন কর্মক্ষমতা ও উৎপাদন উদ্ভাবন ও উপার্জনের শক্তি ও প্রতিভা। অপরদিকে গোটা বিশ্ব প্রকৃতিকে বানিয়েছেন রিযিকের অফুরন্ত ভাণ্ডার। মানুষ স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য ও প্রতিভার প্রয়োগ করে উৎপাদন ও উপার্জন করবে। তার ফসল থেকে নিজের ও তার পরিবারভুক্ত লোকদের প্রয়োজন পূরণ করবে। উপার্জনে অক্ষম বা প্রয়োজন পরিমাণ উপার্জনে অসমর্থ লোকদের প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্বও তাদেরই ওপর অর্পিত। আর এজন্য এক স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে 'যাকাত'কে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষ একই সাথে আল্লাহর বন্দেগী ও হক আদায়ের কাজ এবং দরিদ্র জনগণের প্রতি মানবিক কর্তব্য পালন করতে পারে।"[৫৩]

শিশুর মানবিক বিকাশের জন্য এবং তাকে সমাজ ও দেশের কল্যাণে গড়ে তোলার জন্য তার মৌলিক চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অভাব-অনটন, নিগৃহ-নিষ্পেষণের ফলে শিশুর সম্ভাবনা অঙ্কুরে নষ্ট হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে শহীদ সাইয়েদ কুতুব যথার্থই বলেছেন,

"ইসলাম দারিদ্র ও লোকদের অভাব-অনটনকে ঘৃণা করে। কেননা ইসলাম চায় তাদের বৈষয়িক জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন যথাযথভাবে পূরণ হোক– যেন সে এর চেয়ে বড় ও জাতীয় ব্যাপারসমূহে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়-যা মানবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।"[৫৪]

পথশিশুরাও আমাদের সন্তান। সুতরাং তাদের সুপ্ত প্রতিভা, অমিত সম্ভাবনা ও স্বপ্নসাধ লালনের দায়িত্ব নিতে হবে আমাদেরকে আর এ ধরণের মানবিক দায়িত্ব পালনের জন্যই ইসলামে বাধ্যতামূলক যাকাত ব্যবস্থার অবতারণা করা হয়েছে

---

[৫২]. শাহ আবদুল হান্নান, *ইসলামী অর্থনীতি দর্শন ও কর্মকৌশল*, (ঢাকা : আল আমীন প্রকাশন, বাংলাবাজার, ২০০২) ৪৯

[৫৩]. মাওলানা আবদুর রহীম, *যাকাত* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০১০) ৪৫

[৫৪].সাইয়েদ কুতুব,*আল আদালাতুল ইজতিমাইয়া ফিল ইসলাম* (বৈরুত: দারুশ শুরুক, ১৯৮৫) ১৩২-১৩৩

৯. মহানবী ঘোষিত শিশু অধিকার রক্ষায় যাকাত

শিশুর প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহ শুধু নিজের বাচ্চাদের প্রতি সীমাবদ্ধ নয় বরং ইসলামের দৃষ্টিতে সব শিশুর প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা থাকা আবশ্যক। বিশেষ করে মা-বাবার মমতাহারা শিশুদের স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করা চাই। তাদের প্রতি সাহায্য-সহায়তার হাত বাড়ানো জরুরি। অনাথ শিশুদের প্রতি ভালোবাসার তাগিদ দিয়ে রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ বলেন,

وكافل أنا في اليتيم في الجنة هكذ ا، وأشار بالسبابة والوسطى

" আমি ও অনাথ এতিম শিশুপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকবো। এই বলে তিনি তার হাতের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দিয়ে ইঙ্গিত করে দেখান।"[৫৫]

মহানবী সা. আরো বলেন,

ليس منا من لم يرحم صغيرنا و من لم يوقر كبيرنا

' যে ব্যক্তি শিশুকে স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান দেখায় না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'[৫৬]

> "একদা রাসূল সা. ঈদের নামাজে বের হয়েছেন। পথিমধ্যে এক শিশুর সঙ্গে সাক্ষাত। শিশু কেঁদে কেঁদে অভিযোগ করলো অমুক যুদ্ধে আমার বাবা আপনার সঙ্গে গিয়ে শহীদ হয়েছে। আজকে আমার বাবা নেই, আমাকে কেউ ঈদে নিয়ে যায় না। ঈদের আনন্দ আমি পাই না। তখন রাসূল সা. তাকে নিয়ে বাড়িতে চলে এসে আম্মাজান আয়েশা রা. কে বললেন, তাকে গোসল করাও। নতুন কাপড় পরাও। রাসূল সা. ওই ছেলেকে বলেন, এখন থেকে আমি তোমার পিতা আর হযরত আয়েশা তোমার আম্মা। তুমি কি খুশি না? সেই শিশু তো খুশিতে আত্মহারা।"[৫৭]

এভাবেই অনাথ-অসহায় পথশিশুদের অধিকার বাস্তবায়ন করেছেন আমাদের প্রিয় নবী রাসূল সা.। পথশিশুদের প্রতি আমাদের কী করণীয় হতে পারে এখান থেকে সহজেই বুঝা যায়। ইসলামে সাহায্য দানের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হলো যাকাত। সামর্থবান মুমিনদের জন্য যাকাতের অর্থে পথশিশুদের পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করা খুবই বিধেয় হবে।

১০. যাকাত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে পথশিশু

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হোসাইন দেশের একজন স্বনামধন্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক। তিনি 'যাকাত কি ও কেন' শিরোনামে একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তার গবেষণার সুপারিশে যাকাতের অর্থ বন্টন সংক্রান্ত কাজগুলোকে তিনি তুলে ধরেছেন এভাবে -

"(১) যাকাত ফান্ড থেকে দুস্থ নারী-পুরুষ,গরীব,পঙ্গু, অক্ষম, বৃদ্ধ,ইয়াতীম এবং এ ধরণের অসহায় ও অভাবী লোকদের নিয়মিত স্থায়ী ভাতার ব্যবস্থাকরণ যাতে তারা সবাই মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) পূরণে সক্ষম হয়।(২) কর্মে অক্ষম অভাবী জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন করতে হবে যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে জীবন যাপন করতে পারে। (৩) পথিক ও প্রবাসীদের সার্বিক নিরাপত্তার নিমিত্তে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৪) সঙ্গতকারণ সাপেক্ষে ঋণী ব্যক্তিদের ঋণমুক্ত করে স্বাভাবিক জীবন-যাপনে সক্ষম করে তোলা। (৫) দরিদ্র লোকদের পুত্র-কন্যার শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। (৬) গরীব ও সর্বহারাদের পরিবার-পরিজনদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সেবা সদন প্রতিষ্ঠা করা। (৭) গরীব অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত বৃত্তি বা অনুদানের ব্যবস্থা করা।" [৫৮]

---

[৫৫].সহীহ আল-বুখারী; হাদীস নং- ৪৯৯৮

[৫৬]. সুনান আত-তিরমিযী; হাদীস নং- ১৯২১

[৫৭].সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাত বিশ্বকোষ-একাদশ খন্ড* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫) ৬১-৬২

[৫৮].অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হোসাইন, *যাকাত কি ও কেন?* (ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫) ১৯-২০

এখানে উল্লেখিত ৭টি কার্যক্রমের সবক'টিতে পথশিশু নামক নিগৃহীত শিশু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তিকরণ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। কারণ যে সব পরিচিতি,পরিস্থিতি ও টার্গেটে যাকাতের অর্থে কার্যক্রম পরিচালনার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তার সবই পথশিশুদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। অথচ কেবল তারাই আমাদের ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলিম-ওলামার দৃষ্টিচক্ষুর অন্তরালে রয়েছে। দেশের সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে যাকাতদাতাদের গঠনমূলক উদ্যোগে অধিভুক্ত হচ্ছে না। যারা পথশিশু নিয়ে কাজ করছে তাদের ইসলামী মনোভাব ও দূরদর্শী চিন্তাধারার অভাবও এক্ষেত্রে কম দায়ী নয়।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন বলেন, "প্রান্তিক ও ছিন্নমূল মানুষদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়ের জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা থাকা দরকার। তিনি বলেন, সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে এটি খুব সহজেই বাস্তবায়ন করতে পারে। সরকার দেশে যে ক' লাখ মসজিদ আছে সেগুলোর ইমামদের এতে সম্পৃক্ত করতে পারে।"[৫৯]

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যত। এ ভবিষ্যতের নিষ্কন্টক নির্মাণের জন্য আমাদের ১২ লক্ষাধিক পথশিশুকে অবহেলা করা হবে আত্মহননের শামিল। আমাদের দেশ মুসলিম প্রধান উন্নয়নশীল দেশ। এদেশে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলমান রয়েছে যাদের উপর যাকাত ফরজ হয়েছে এবং অনেকে এ ফরজ যাকাত প্রদানও করে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের পরিহাস, যাকাত আদায় ও বিতরণে রয়েছে বড় ধরণের অব্যবস্থাপনা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি। সরকারি কিংবা কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার অভাবে যাকাত আল-কুরআন কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় সঠিকভাবে বন্টন করা হয় না। ফলে যাকাতের কোন সুফল ঘরে আসছে না, দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে না। এ বিষয় স্পষ্ট যে ইসলামী শারী'আতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝেই যাকাত প্রদান করতে হবে। আর সেজন্য সবাইকে আল কুরআনে বর্ণিত যাকাতের খাতগুলোর যথাযথ ব্যাখ্যা বুঝে পদক্ষেপ নিতে হবে। সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষ পর্যালোচনায় যাকাতের অর্থে সমাজের প্রান্তিক, অসহায় ও নিঃস্ব জনগোষ্ঠী পথশিশুর পুনর্বাসনে উদ্যোগ নেয়া সময়ের দাবি বিবেচিত হয়।

উপসংহার

মানবসেবা ও জনকল্যাণের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে ইসলামের শাশ্বত সৌধ। মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মধ্যেই রয়েছে এর সকল সৌন্দর্য। অভাবী লোকদের অভাব মোচন, ক্ষুধার্তের ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ, বস্ত্রহীনের বস্ত্র ব্যবস্থাকরণ,আশ্রয়হীনের আশ্রয় দান, রোগাক্রান্তকে সেবা-শুশ্রষা, নিরক্ষরের মাঝে জ্ঞান বিতরণ প্রভৃতি হলো হক্কুল ইবাদ তথা মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য। ইসলাম এ কর্তব্যকে সীমাহীন গুরুত্ব দিয়ে যাকাত বিধান প্রবর্তন করেছে। পথশিশু তথা শিশু মিসকীনরা এসব কর্তব্যের মুখাপেক্ষী। তাদেরকে আল্লাহর ফরজ হুকম যাকাত ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্তকরণের মধ্য দিয়ে পুনর্বাসন করা গেলে হক্কুল্লাহ (আল্লাহর প্রতি কর্তব্য) ও হক্কুল ইবাদ (বান্দার প্রতি দায়িত্ব) দুটোই যথাযথভাবে সম্পাদন করা সম্ভব। তাই যাকাত বিতরণের এ প্রক্রিয়া তাৎপর্যপূর্ণ ও সর্বোত্তম।

অসহায় পথশিশুরা অবশ্যই যাকাতের হক্বদার। তাদের এ হক্ব দু'-চার টাকা হাতে হাতে ধরিয়ে দিলে হবে না কিংবা নিজেদের খেয়াল খুশী মতো বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্নভাবে তাদের মাঝে খাবার ও শিক্ষা বিতরণ করলেও চলবে না। তাদের দারিদ্র্য ও নিঃস্বতার মূল কারণ যেহেতু অভিভাবকশুন্যতা সেহেতু এ শুন্যতা দূরীকরণে পরিবারে পুন:একত্রীকরণ কিংবা পুনর্বাসনের প্রয়োজন রয়েছে– যেখানে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, মায়া-মমতা, আনন্দ-বিনোদন প্রভৃতি অভিভাবকত্বের আধুনিক ব্যবস্থাপনায় সম্পাদন করা হবে। তাই পথশিশুদের মাঝে ইসলামী আদব-আখলাক

[৫৯].www.rtvonline.com/country/17460/ছিন্নমূল-মানুষের-জন্য-ইফতার Access Date: 12 May 2022

ও তমদ্দুন-তাহযীবের বিকাশে পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নিলে এ ছন্নছাড়াদের সমাগ্রিক শূন্যতা দূরীভূত হবে বলে আশা করা যায়।

এ পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে মূল্যবান সম্পদ আর কিছু নেই। কেবল মানুষের ঔরশে জন্ম নিলেই মানুষ হওয়া যায় না। একটি সন্তানের ভেতরকার মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলো জাগিয়ে তোলার মধ্যদিয়ে তাকে মানুষে পরিণত করতে হয়। পথশিশুরা পরিবার থেকে ছিটকে পড়ায় সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে তারা মানুষের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করার পরও অমানবিকভাবে দিনাতিপাত করছে। বঞ্চিত, সর্বস্বহারা সমাজের এসব দিক্‌ভ্রান্ত, ঠাঁই-ঠিকানাহীন নির্মম পরিস্থিতির শিকার মানবশিশুগুলোর সুকুমার বৃত্তির প্রস্ফুটনে প্রধানত রাষ্ট্রের কর্তব্য রয়েছে। যথাযথ প্রক্রিয়ায় পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে এদেরকে জনসম্পদে পরিণত করতে হবে। একই সাথে এসব বিপর্যস্ত শিশুদের পুনর্বাসনে ধনবান যাকাতদাতাদেরও এগিয়ে আসতে হবে সর্বোপরি পথশিশুদের মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতকরণে রাষ্ট্রের কোন সদস্যও তার দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। এটি একই সাথে নাগরিক এবং নৈতিক ও ইসলামী দায়িত্বও বটে। আমাদের সকলের বোধোদয় হোক; পথশিশুদের কল্যাণে নানামুখী পদক্ষেপ গৃহীত হোক, দেশে বিপন্ন পথশিশু বলতে আর কেউ না থাকুক- এটাই গবেষকের কাম্য।

তথ্যপঞ্জি

আল কুরআনুল করীম	’আরবী
শাফী রহ., মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ	*তাফসীরে মা’আরেফুল কুরআন-দ্বিতীয় খন্ড*, অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান,ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৪।
কুরতুবী, কাযী আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ, ইবনে রুশদ,	*তাফসীরে কুরতুবী*, বৈরুতঃ আর রিসালাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৬।
রেযা, সাইয়েদ মুহাম্মদ রশীদ	*তাফসীরে আল মানার*, কায়রো : আল হাইয়াতুল মিসরিয়া আল আম্মাহ, ১৯৯০।
ইবনে কাসীর রহ., হাফেজ ইমাদুদ্দীন	*তাফসীরে ইবনে কাসীর ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১তম খণ্ড*, অনু. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, ঢাকাঃ তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ২০০৪।
আত-তাবারী, ইমাম মুহাম্মদ ইবন জারীর	*তাফসীরে জামিউল বায়ান ১০ খন্ড*, বৈরুতঃ দারুল ইহইয়াতুছ তুরাছিল আরাবী, ২০০১।
আল-জুহাইলী, ড. ওয়াহবা বিন মুস্তাফা	*আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*,দামেশ্ক : দারুল ফিকর,১৪২২ হি.
সুয়ূতী, জালালুদ্দিন	*তাফসীরে জালালাইন*, দেওবন্দঃ কুতুবখানা রাশিদিয়াহ, তা.বি
আল-মারাগী, আহমাদ মুস্তফা	*তাফসীর আল-মারাগী, ৪র্থ খন্ড*, বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৮।
বুখারী রহ.,আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল,	*সহীহ আল বুখারী*, (১২শ প্রকাশ)অনুবাদকমণ্ডলী, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী,২০১১।
হাজ্জাজ রহ.,ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল,	সহীহ মুসলিম শরীফ (২য় প্রকাশ)*অনুবাদকমণ্ডলী*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা,২০১১।
আত- তিরমিযী রহ.	*সহীহতিরমিযী শরীফ*,অনুবাদঃ মাওলানা মোঃ মাজহারুল

ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইসলাম,ঢাকা: মীনা বুক হাউস,৪৫ বাংলাবাজার, ২০২১।

আস-সিজিস্তানী রহ. *সহীহ আবু দাউদ শরীফ*, অনুবাদ: মাওলানা মোঃ আনোয়ারুল

ইমাম আবু দাউদ সোলায়মান ইবনুল আশ'য়াস ইসলাম, ঢাকা: মীনা বুক হাউস,৪৫ বাংলাবাজার, ২০২১।

আল কাযবীনী *সুনানে ইবনে মাজাহ,* অনুবাদ: মাওলানা আবু নাছের মুহাম্মদ

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজীদ ইবনে মাজাহ এমদাদ উল্লাহ,ঢাকা: মীনা বুক হাউস,৪৫ বাংলাবাজার, ২০২১।

আন্ নববী রহ., ইমাম মুহীউদ্দীন ইয়াহইয়া *রিয়াদুস সালেহীন,* অনুবাদ: মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী, মাওলানা মুহাম্মদ মুসা, মাওলানা শামছুল আলম খান, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৫।

কারযাভী, আল্লামা ইউসুফ আল ইসলামের যাকাত বিধান, অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ঢাকা: খাইরুন প্রকাশনী, ৪৫ বাংলাবাজার,২০১৭।

রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর *যাকাত*, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, খাইরুন প্রকাশনী, ৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা, ২য় প্রকাশ,২০১০।

আহমদ ও মুসা, ড. মাওলানা *ইসলামে শিশু পরিচর্যা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন

এ. বি. রফিক ও মাওলানা মুহাম্মদ বাংলাদেশ-আগারগাঁও, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৭ ।

রফীক, প্রফেসর ড. আবু বকর *যাকাতের আহকাম*, চট্টগ্রাম: সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড পলিসি স্টাডিজ, ২০১৫।

হুসাইন ,অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ *যাকাত কি ও কেন?* ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৫।

মুহাম্মদ,জাবেদ *ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ২০০৮।

রব্বানী ও কাসেমী, ড. মুহাম্মদ *আধুনিক প্রেক্ষাপটে যাকাতের বিধান*, ঢাকা: বাংলাদেশ

রুহুল আমিন ও মুফতি মুহিউদ্দীন ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৮।

ওসমানী,মুফতি মুহাম্মদ তকী *ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যাকাতের বিধান*,ঢাকা: নাদিয়া বুক কর্নার, তা. বি।

হান্নান, শাহ আবদুল *ইসলামী অর্থনীতি দর্শন ও কর্মকৌশল*, ঢাকা : আল আমীন প্রকাশন, বাংলাবাজার, ২০০২।

রহমান, মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর *দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সেবায় বিশ্বনবীর আদর্শ*, ঢাকা: স্টাডি পাবলিকেশন, নীলক্ষেত, ২০০২।

ইসলাম, মোঃ মতিউল শিশু-কিশোরদের শিষ্টাচার শিক্ষা ও শিশু অধিকারের আইন-কানুন, ঢাকা: জমিন প্রকাশনা, শাহবাগ, ২০০৬।

হামদান, ড. আইশা *শিশুমনে ঈমানের পরিচর্যা*, ঢাকা: সত্যায়ন প্রকাশন, বাংলাবাজার, ২০১৯।

নাহার, কামরুন *মা ও শিশু*, ঢাকা: তথ্য অধিদপ্তর, ২০১৭

নাহার, কামরুন *মা ও শিশু*, ঢাকা: তথ্য অধিদপ্তর, ২০১৮

হামিদ, এম.এ. *ইসলামী অর্থনীতি*, রাজশাহী; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯।

রহমান, শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, (রাজশাহী: দি রাজশাহী স্টুডেন্ট'স ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, বিনোদপুর বাজার, ২০০৫।

দেহলভী (রহ.), শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে *হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগাহ্ ১ম খন্ড*, অনবাদ: অধ্যাপক আখতার ফারুক, ঢাকা: রশীদ বুক হাউস, বাংলাবাজার, ২০০১।

গায্যালী (রহ.), ইমাম *এহইয়ায়ে উলুমিদ্দীন, ১ম খন্ড*, অনু. মাওলানা মুহীউদ্দীন, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন, বাংলা বাজার, ২০১৮।

সম্পাদনা পরিষদ, *সীরাত বিশ্বকোষ-একাদশ খন্ড*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫।

মুন্না, ড. মো: মনোয়ার পারভেজ *ইসলামে শিশুর মৌলিক অধিকার ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*, অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪

ফেরদৌস, সুমাইয়া *'শিশুর চারিত্রিক বিকাশে ইসলামের দিক নির্দেশনা: একটি পর্যালোচনা'* অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪।

মাদানী, আবদুল হামীদ *'শিশু প্রতিপালন ও শিশু সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত মাসায়েল'* ঢাকা : তাওহীদ পাবলিকেশন, তা.বি

রহমান ও উদ্দীন, খন্দকার হাফিজুর ও আ ক ম জামাল "ঢাকা শহরের ছিন্নমূল ও ভাসমান শিশুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা", *সমাজবিজ্ঞান পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১২/১ (২০২১) : ১৮২।

গনী, মুফতী শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান "ইসলামে পথশিশুদের অধিকার ও সম্মান", *প্রথম আলো*, এপ্রিল ১২,২০১৯।

খালেদ, মো. সাইফুদ্দীন "অধিকারবঞ্চিত পথশিশু ও আমাদের দায়", *দৈনিক পূর্বকোণ*, ডিসেম্বর ৮,২০১৯।

মামুন, মো. আল "সঠিক পরিচর্যায় পথশিশুরাও হবে দেশের সম্পদ", *সময়ের আলো*, জানুয়ারি ৬, ২০২২।

মাহমুদ, আজহার "পথশিশুরা আর কতদিন পথে থাকবে", *দৈনিক ইনকিলাব*, নভেম্বর ৩০, ২০১৯।

রোকেয়া, রহমান, "আসুন, পথশিশুমুক্ত দেশ গড়ি", *দৈনিক প্রথম আলো*, ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১৬, পৃ. ১৮।

হোসাইন, মোশারফ "পথশিশুর জন্য 'সহমর্মিতা ফাউন্ডেশন", *দৈনিক সমকাল*, সেপ্টেম্বর ১১, ২০২১।

হোসেন, ফরহাদ "পথশিশুদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনবে কে?" ঢাকা: *দৈনিক বণিক বার্তা*, মে ১৩, ২০১৭।

ভদ্র, নিখিল "জন্ম নিবন্ধন জটিলতায় বঞ্চিত পথশিশুরা", ঢাকা: *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, এপ্রিল ১৭, ২০২২।

খান, মুহাম্মদ আবদুল মুনিম ঢাকা: *দৈনিক প্রথম আলো*, অক্টোবর ১৭, ২০১৪।

রহমান, নূরুর "সাত লাখ টোকাই জড়িয়ে পড়েছে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে", *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, নভেম্বর ২৮, ২০০৪ ।